বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

এস, এম, শহিদুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে পানির সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদে দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করা এবং দীর্ঘ মেয়াদে দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি মানুষের জীবন, জীবিকা ও বিনিয়োগ নিরাপদ করার স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রধান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সাফল্যের সাথে গত ৫০ বছর ধরে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মকাণ্ডের বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এ পর্যন্ত ছোট বড় ৯৭০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এসব প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য অবকাঠামোর পাশাপাশি ১৬৬৩১ কিলোমিটার বাঁধ এবং ১৫৫১ কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চলে মানুষের জীবন, জীবিকা ও বিনিয়োগের নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর নাব্য রক্ষার নিমিত্তে ৫০৫০ কিলোমিটার ড্রেজিং ও খনন করে জীববৈচিত্রময় গ্রীন ইকোসিস্টেম রক্ষা করা হচ্ছে। ১৪০টি সেচধর্মী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১৬.৪৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করায় বাৎসরিক অতিরিক্ত প্রায় ১.১১ কোটি মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদিত হয়েছে।

জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বা ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ উপহার দিয়েছেন। এ পরিকল্পনার ৮০টি কার্যক্রমের মধ্যে বর্তমানে ২৮টি কার্যক্রম বাপাউবো সরাসরি/আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমন্বয়ে হাওর অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের সকল অঞ্চলে প্রকল্পের কাজ চলমান রেখেছে এবং নিবিড় মনিটরিং এর মধ্যেমে কাজের গুণগত মান ও পরিমাণ নিশ্চিত করেছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্যা মৌসুমে ৫ দিনের সুনির্দিষ্ট আগাম বন্যা পূর্বাভাস এবং এপ্রিল-মে মাসে হাওর অঞ্চলের জন্য ৩ দিনের আকস্মিক বন্যার আগাম পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমান পদ্ধতির সহায়তায় কোন স্থান বন্যা কবলিত হওয়ার ৩দিন থেকে ৫দিন পূর্বে সুনির্দিষ্টভাবে সতর্কবার্তা প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই নয়, স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীদের মোবাইলে পুশ নোটিফিকেশোনের মাধ্যমে বাংলা ও ইংরেজিতে সতর্কবার্তা এবং সুরক্ষা পরামর্শ পৌঁছে যাচ্ছে। সামগ্রিক ভাবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সমন্বিতভাবে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের ফলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

"স্মার্ট বাংলাদেশ" বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-জিপি ব্যবহার, ই-ফাইলিং ব্যবহার, জনবল নিয়োগে অনলাইন সিস্টেম ব্যবহার, হাজিরা ব্যবস্থাপনাসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য ডেটাবেজে সংরক্ষণ করেছে। মাঠ পর্যায়ে অনলাইন ক্যামেরার মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম ই-মনিটরিং করার একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ চালু করেছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সারাদেশে অব্যাহত ড্রেজিং, River stabilization, ক্রসড্যাম নির্মাণ, টেকসই বাঁধ নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধারকৃত ও পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কাজে লাগানোর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রশাসনে প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২' অর্জন করেছে। Scheme Information Management System (SIMS) সফটওয়্যার তৈরি ও বাস্তবায়নের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২ লাভ করেছেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি দল। গত ১২ ডিসেম্বর, ২০২২ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনা, এম.পি. এর কাছ থেকে তাঁরা এই পুরস্কার গ্রহণ করেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রসরমান প্রযুক্তির সাহায্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা বর্তমানে দ্রুতগতিতে অগ্রসরমান বাংলাদেশের জন্যে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দৃঢ় প্রত্যয়ে নিরলস কাজ করছি।

(এস, এম, শহিদুল ইসলাম)

প্রকাশক
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০২৩

প্রকাশনা কমিটি

১।	প্রধান প্রকৌশলী, মনিটরিং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	আহবায়ক
২।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রসেসিং পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৩।	সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য-সচিব
৪।	নির্বাহী প্রকৌশলী প্রসেসিং পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৫।	প্রোগ্রামার কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য

মুদ্রণ
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
পানি ভবন, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২০৫

সূচিপত্র

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ১
ভূমিকা ১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি ১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০ ১
পরিচালনা পরিষদ ১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী ২
সাংগঠনিক কাঠামো ২
জনবল ৪
পদ সৃজন ৪
জনবল নিয়োগ ৪
নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান ৫
মানব সম্পদ উন্নয়ন ৫
বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন ৫
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ৫
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম ৬
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ ৭
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ৯
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন সমাপ্তকৃত ২টি প্রতিশ্রুতি ৯
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য ১০
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প ১২
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ ১৩
জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প ১৪
বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা ১৫
বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমিকা ১৬
টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২৩
প্রকৃতি নির্ভর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ২৫
বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ প্রকল্পের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ কৃষি ও পরিবেশ ২৫
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম ২৬
সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম ২৬
পানি বিজ্ঞান (Hydrolog) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম ২৯
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ৩৪
ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৩৮
যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৩৯
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ৪০
জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ৪৩
কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট এর কার্যক্রম ৪৪
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম ৪৫

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রতিবেদন ৬১
এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্যের খতিয়ান ৬২
এক নজরে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/ কর্মকাণ্ডের বিবরণ ৬৫
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২২-২০২৩ সালের বিভিন্ন কার্যক্রম ৬৮

পরিশিষ্ট-১ **৬৯**
২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের ৩০-০৬-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ ৭১

পরিশিষ্ট-২ **৮৯**
২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী ৯১

পরিশিষ্ট-৩ **৯৫**
২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ৯৭

পরিশিষ্ট-৪ **৯৯**
বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খস্ড়া পরিকল্পনা ১০১

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ কারণে কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতিবৃষ্টি জনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি প্রবেশ, খরা ও সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা ও সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া, দেশের শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর, কৃষিযোগ্য জমি সীমান্ত বরাবর প্রবাহমান নদীসমূহ ভাঙ্গনের কবল থেকে বাংলাদেশের ভূখণ্ড নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা কাজেও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যায় দেশের জানমাল এবং অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন সরকারের আমন্ত্রণে জনাব জে, এ, ক্রুগের নেতৃত্বে ক্রুগ মিশন নামে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের জটিল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ক্রুগ মিশনের সমীক্ষার সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং-১ এর মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন সেচ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে ইপিওয়াপদার পানি উইং এ আত্মীকরণসহ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কারিগরি ও অ-কারিগরি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে, ১৯৭২ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং- ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠন করেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর অনুসরণে সমন্বিত ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১১ জুলাই, ২০০০ এ "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০" জারি করা হয়। অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতি অনুসরণপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদ সেক্টরের অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনস্ত ৫ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করে আসছে। পানি সেক্টরের মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৯টি জোনে (উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জোনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছেন।

পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ অনুসারে বোর্ডের সার্বিক নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ৪ (চার) জন সচিবসহ সরকারি/বেসরকারি সেক্টরের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি এবং মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিসহ ১২ জন সদস্য সমন্বয়ে এ পরিচালনা পরিষদ গঠিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন- ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী

(ক) কাঠামোগত কার্যাবলী

১. নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ ও রেগুলেটর বা অন্য যে কোনো অবকাঠামো নির্মাণ;

২. সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;

৩. ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;

৪. নদী তীর সংরক্ষণ এবং নদী ভাঙ্গন হতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণ;

৫. উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;

৬. লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমন;

৭. সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।

(খ) অকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলি

১) বন্যা ও খরা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ;

২) পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;

৩) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;

৪) বোর্ডের কার্যাবলির উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;

৫) বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

সাংগঠনিক কাঠামো

প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ পানি সেক্টরের সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দপ্তরসমূহের বিস্তারিত নিম্নের সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রদর্শিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

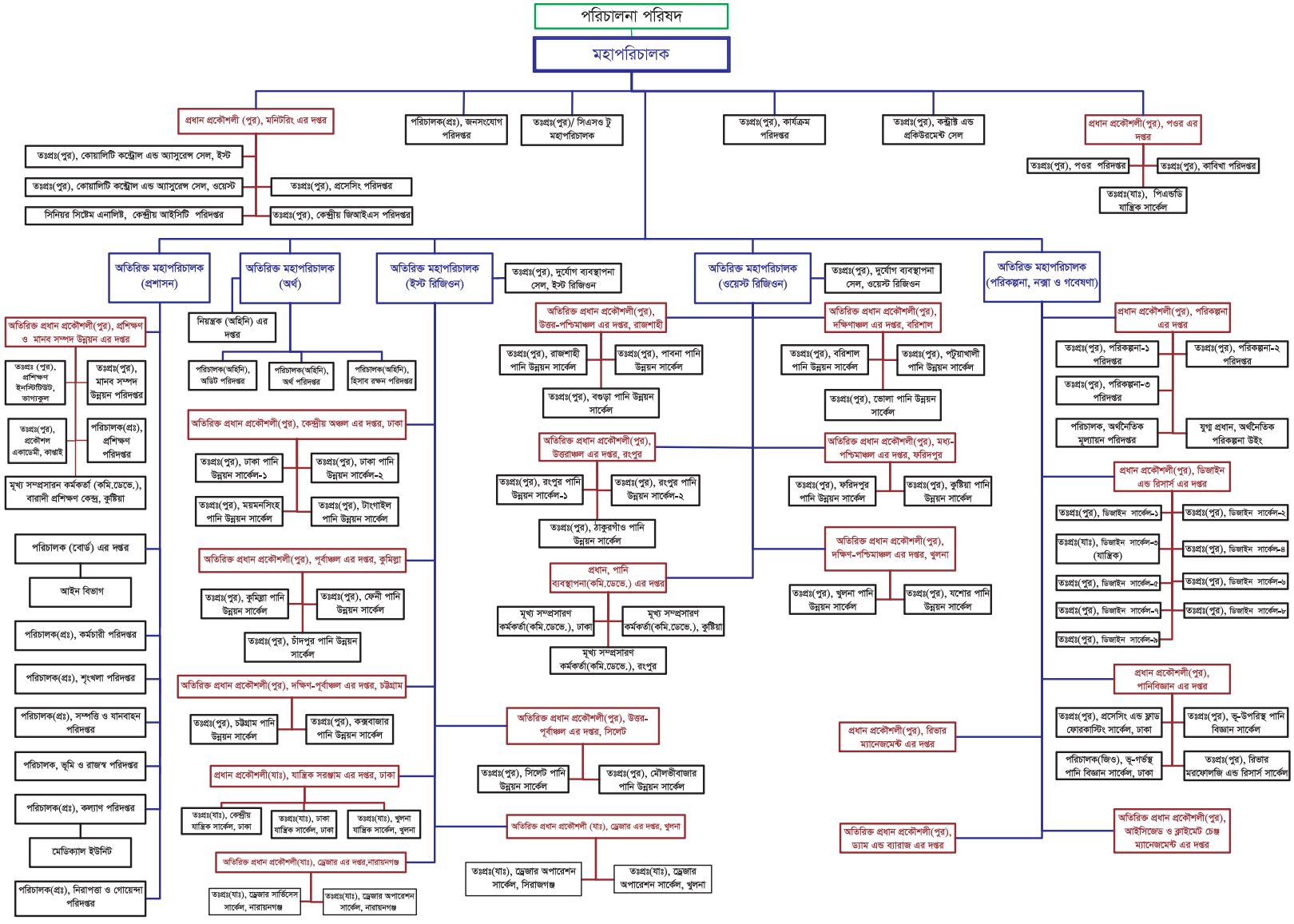

জনবল

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৫৯ মোতাবেক তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে সৃষ্টি হয়। শুরুতে এর অনুমোদিত জনসংখ্যা ছিল ২৪,৩৬৮ জন। সৃষ্টির পর থেকে বিভিন্ন সময় সংস্থাটির জনবল হ্রাস করা হয়। ১৯৮৫ সালে সংস্থার জনবল এনাম কমিটির মাধ্যমে ১৮০৩২ জনে অবনমন করা হয়। অতঃপর ১৯৯৮ সালে এর জনবল ১৮০৩২ থেকে কমিয়ে ৮৯৩৫ জন করা হয়। তন্মধ্যে গ্রেড-১ হতে গ্রেড-৯ এর পদ ৯৮৬টি, গ্রেড-১০ এর পদ ৮২০টি, গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-১৬ এর পদ ৩১২৩টি এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ এর পদ ৪০০৬টি। পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৬৪ ক্যাটাগরির ১২৬৩৮টি (২৭ ক্যাটাগরির ৩৫৫৫টি আউটসোসিং পদ ও নিরাপত্তা প্রহরী (গার্ড) ক্যাটাগরিতে ৮৫০টি আনসার অঙ্গীভূত করণসহ) পদ সৃজনে সরকারী আদেশ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

পদ সৃজন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বৃহৎ নদীসমূহে ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং, নদী ব্যবস্থাপনা এবং গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ন্যায় মেগা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী মধ্য-মেয়াদী বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের পরিধিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে জনবল হ্রাস ও বর্তমানে বাপাউবোর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে মোতাবেক ২০১০ সালে সর্বমোট ১৫০৬৭টি পদের জন্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বাপাউবো'র জনবল কাঠামোর প্রস্তাবনা দেয়া হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা পূর্বক ৬৪৫৯টি নতুন পদ (যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর ও ড্রেজার পরিদপ্তর নতুনভাবে অন্তর্ভূক্তকরণ পূর্বক) অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজন এবং বাপাউবো'র অনুমোদিত ৮৯৩৫টি পদ হতে ১৮০০টি পদ বিলুপ্তিসহ সর্বমোট ১৩৫৯৪ পদ এর সম্মতি জ্ঞাপন করে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থ মন্ত্রণালয় ৫৫০৩টি পদ সৃজন এবং ১৮০০টি পদ বিলুপ্ত করে মোট ১২৬৩৮টি (২৭ ক্যাটাগরির ৩৫৫৫টি আউটসোসিং পদ ও নিরাপত্তা প্রহরী (গার্ড) ক্যাটাগরিতে ৮৫০টি আনসার অঙ্গীভূত করণসহ) পদের সুপারিশ করে। এছাড়াও ৫৯৫টি আর্মড গার্ড (আনসার) এর পদ অঙ্গীভূত করণের (Embodiment) মাধ্যমে পূরণ করার সুপারিশ থাকায় মোট পদ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩২৩৩টি। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সংস্থা/পরিদপ্তরের নাম	এনাম সেট-আপ ১৯৮৫ অনুসারে জনবল	গেজেট '৯৮ অনুসারে জনবল	বাপাউবো'র Need Based সেট-আপ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	
				জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়
১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও ড্রেজার পরিদপ্তর বাদে)	১৪১২৫	৮৯৩৫	১২০২৮	১১৮৭০
২।	যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এমই) পরিদপ্তর	২১৪৫	-	৪২৫	৩৬০
৩।	ড্রেজার পরিদপ্তর	১৪০৫	-	১১৪১	১০০৩
৪।	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	১৯০	-	-	-
৫।	যৌথ নদী কমিশন	১৬৭	-	-	-
	মোট	**১৮০৩২**	**৮৯৩৫**	**১৩৫৯৪**	**১৩২৩৩**

জনবল নিয়োগ

পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গতিশীল রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়মিতভাবে জনবল নিয়োগের কাজ চলমান আছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	গ্রেড	বাপাউবো'র অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে পদের সংখ্য	বর্তমানে কর্মরত সংখ্যা	২০২২-২০২৩ সালে সরাসরি নিয়োগকৃত পদসংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	ডিসেম্বর' ২৩ এর মধ্যে সরাসরি নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন পদসংখ্যা
১	১ হতে ৯	১,৪২৭	৯৮১	৪২	৪৪৬	৪৮
২	১০ হতে ১২	১,১৯৮	৮৯৫	৩১	৩০৩	৭১
৩	১৩ হতে ১৬	৩,৭০৫	২,৩০০	১০	১,৪০৫	১৮৩

ক্রমিক নং	গ্রেড	বাপাউবো'র অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত সংখ্যা	২০২২-২০২৩ সালে সরাসরি নিয়োগকৃত পদসংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	ডিসেম্বর' ২৩ এর মধ্যে সরাসরি নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন পদ সংখ্যা
৪	১৭ হতে ২০	১,৯০৩	৯৩৬	০০	৯৬৭	০০
	মোট	৮,২৩৩ (আউটসোসিং ৩৫৫৫ ও আনসার অঙ্গভূতকরণ ১৪৪৫ ব্যতীত)	৫,১১২ (আউটসোসিং পদে নিয়মিত ৯০৭ জন সহ মোট ৩০৬৩ এবং নিরাপত্তা প্রহরী পদে নিয়মিত ১২৮ জনসহ আনসার অঙ্গীভূতকরণ মোট ১৪১৪ ব্যতীত)	৮৩	৩,১২১	৩০২

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
৩৯ জন	৭৩ জন	১১২ জন

মানব সম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত মানের উৎকর্ষ সাধনে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। পানি সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

প্রশিক্ষণ	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২২	১০	২১৫
	০১/০১/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৩	৩৭	৯৫৯
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	-	-	৪৬

বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সরকারের উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়ে থাকে। ২০০৯-২০২২ বছর সমূহে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ, নেদারল্যান্ড সরকার, জাইকা, সিডা, ওপেক ও চীন প্রভৃতি উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে ঋণ বা অনুদান সহায়তা পাওয়া গেছে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী/ দাতা সংস্থাসমূহ কর্তৃক আরোপিত শর্ত সংক্রান্ত কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে বিগত বছর সমূহে এ সাহায্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। এছাড়াও, বর্তমান উন্নয়ন বান্ধব সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন মাইলফলক অতিক্রম করায় নিজ অর্থায়নে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করেছে। এহেন প্রেক্ষাপটে বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। তবে কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান নিশ্চিত করতে সরকার বৈদেশিক ঋণ এবং অনুদানে প্রকল্প গ্রহণকে উৎসাহিত করেছে। যার প্রেক্ষিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে উদ্যোগে বাপাউবো এ নতুন প্রকল্প গ্রহণ করছে। সংস্থাপন ব্যয় ও সমাপ্ত প্রকল্পের বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে আসে। বিগত কয়েক বছরে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সমাপ্তকৃত প্রকল্পগুলো হতে ঈপ্সিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় ও প্রাকৃতিক দূর্যোগে বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষায় ও টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ-বছর হতে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সীমিত ব্যয়ের প্রকল্প গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২২-২৩ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

২০২২-২৩ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প ছিল ৯৫টি। এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৭৭৭৭.১৯ কোটি টাকা। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে ২৬টি নতুন অনুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়ে মোট প্রকল্প সংখ্যা দাড়ায় ১২১টি। তন্মধ্যে ৯৪টি বিনিয়োগ প্রকল্প (৮৫টি জিওবি ও ৯টি বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট) ও ২৭টি জিওবি অর্থায়নে সমীক্ষা প্রকল্প। আরএডিপি বরাদ্দ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দাড়ায় ১১৩২৪.৩৪ কোটি টাকা তন্মধ্যে ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ ছিল ৮৭৯৯.৪৬ কোটি টাকা। সার্বিক বাস্তব

অগ্রগতি ৯১.৮৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.২১% (ব্যয়যোগ্য বরাদ্দের বিপরীতে)। (বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট-১)। ৩২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বরাদ্দ	ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	অগ্রগতি (ব্যয়যোগ্য বরাদ্দের %)
স্থানীয়	১০২৮৪.৬৮	৭৭৫৯.৮০	৭৭৪৭.৫৯	৭৭০১.৪০	৭৪.৮৮%	৯৯.২৪%
প্রকল্প সাহায্য	১০৩৯.৬৬	১০৩৯.৬৬	৯৫৯.৮৮	৯৪০.৬৬	৯০.৪৮%	৯০.৪৭%
মোট	**১১৩২৪.৩৪**	**৮৭৯৯.৪৬**	**৮৭০৭.৪৬**	**৮৬৪২.০৫**	**৭৬.৩১%**	**৯৮.২১%**

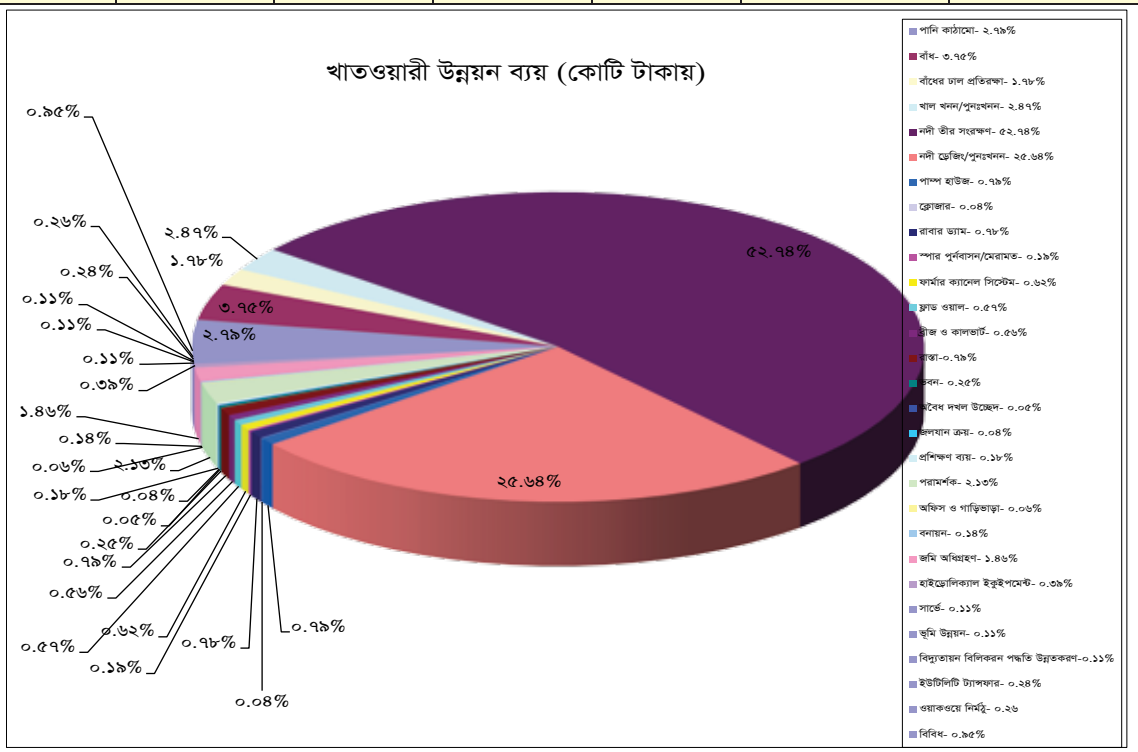

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০২২-২৩ অর্থ-বছরের আবর্তক ব্যয়ের আওতাধীন পরিচালন ব্যয় বাবদ বাজেট বরাদ্দ ২২৪৩,০১,৫১,০০০.০০/- টাকা এবং ব্যয় ২১৪৯,৮৩,৫১,৯১২.৪৩/- টাকা। পরিচালন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরনী নিম্নরুপঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক	অর্থনৈতিক কোড	গৌণ খাত	বরাদ্দ	ব্যয়
ও এন্ড এম খাতের বরাদ্দ ঃ				
১	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ মজুরী	৩,১৩০.০০	৩,১৩০.০০০
২	৩২৫৮১০৬	আবাসিক ভবন	৩,০০০.০০	২,৯৯২.৮০৮
৩	৩২৫৮১৩৭	বাঁধ	৭৮,০০০.০০	৭৭,৯৭২.৯৮০
৪	৩২৫৮১৪৭	বাঁধ মেরামত (দূর্যোগকালীন)	৫২,০০০.০০	৫১,৯৯৫.৫৪০
৫	৩৮২১১০২	ভূমি উন্নয়ন কর	১,৫৬৮.০০	১,৫৬৭.৭৩৮
৬	৩৮২১১০৩	পৌর কর	৭১০.০০	৭০৯.৯৩৪
		উপমোট (ক)	**১,৩৮,৪০৮.০০**	**১,৩৮,৩৬৯.০০**
৭	৩২৫৭১০৪	জরিপ	১,৬০০.০০	১,৫৯৯.১৩০
		উপমোট (খ)	**১,৬০০.০০**	**১,৫৯৯.১৩**
সংস্থাপন খাতের বরাদ্দ ঃ				
৭	৩৬৩১১০১	বেতন ও ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৩৭,১৬৪.৫৪	৩০,৯৯৪.২৯০
৮	৩৬৩১১০৩	পন্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	১৫,৫১২.৯৯	১২,৭৭৬.২৮০

ক্রমিক	অর্থনৈতিক কোড	গৌণ খাত	বরাদ্দ	ব্যয়
৯	৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান বাবদ সহায়তা	৫০.০০	৪৫.২৭০
১০	৩৬৩১১০৪	পেনশন ও অবসর সুবিধা বাবদ সহায়তা (নিজস্ব আয়সহ)	২৯,৬৭০.৭৭	২৯,৬৬৯.৭৯০
১১	৩৬৩১১০৮	গবেষণা অনুদান বাবদ সহায়তা	৯০.০০	৮৯.৫৬০
১২	৩৬৩২	মূলধন অনুদান বাবদ সহায়তা	১,৮০৫.২১	১,৪৪০.১৯০
		উপমোট (গ)	**৮৪,২৯৩.৫১**	**৭৫,০১৫.৩৮**
		সর্বমোট (ক+খ+গ)	**২,২৪,৩০১.৫১**	**২,১৪,৯৮৩.৫১**

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে আরএডিপি বরাদ্দ হতে ১৫০৩.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ (লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
১	২	৩	৪
	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		
১	মানিকগঞ্জ জেলার বাচামারা, বাহাদুরপুর ও ধুলসুরা এলাকা নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষাকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	৫৫৫১.২১	৫৫০৮.৭৬
২	নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)	৯০৩৪১.৭৬	৮৫৮০৫.৬২
	উপমোট (কেন্দ্রীয় অঞ্চল)-২টি প্রকল্প	**৯৫৮৯২.৯৭**	**৯১৩১৪.৩৮**
	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		
৩	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩)	১৩৫০০.৩৭	১১১৩৬.৭৯
৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	৪৫৫৫.৬০	৪৩৩৭.৮৮
৫	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশেধিত) (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩)	৭২১১.১৩	৬৪৭২.১৩
৬	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩)	৩৬৪৯৬.৫৬	৩৬৪৫০.৯৫
৭	নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ি উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	৬১১৭.৮১	৫৬৪৩.৮৭
৮	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)	১৯০৪৮.১৭	১৬৬৪৮.২৫
	উপমোট (পূর্বাঞ্চল)-৬টি প্রকল্প	**৮৬৯২৯.৬৪**	**৮০৬৮৯.৮৭**
	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		
৯	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)	৩৪৯৭৪.৯৮	৩৪৯৭০.৫৫
১০	কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন খুটাখালী ইউনিয়নের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	৩১৯১.২৫	১৫৯২.১৭
	উপমোট (দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)-২টি প্রকল্প	**৩৮১৬৬.২৩**	**৩৬৫৬২.৭২**

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
১	২	৩	৪
	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		
১১	সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	৬৩৬১৭.৬৩	৫৮৪৪৩.০২
	উপমোট (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)-১টি প্রকল্প	**৬৩৬১৭.৬৩**	**৫৮৪৪৩.০২**
	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		
১২	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)	১৪১৭১৯.০৬	১৪০৩১৬.১০
১৩	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩)	২১৩২৪.৯১	২০৫৩৯.৩৬
১৪	ফরিদপুর জেলায় চর ভদ্রাসন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	৩৩২০৯.৭২	৩২৯৯৭.৩২
	উপমোট (পশ্চিমাঞ্চল)-৩টি প্রকল্প	**১৯৬২৫৩.৭**	**১৯৩৮৫২.৮**
	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		
১৫	কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)	৩৭০৯৮.৬২	৩৫০২৪.৩৮
১৬	আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার হোসনাবাদ বাজার, লঞ্চঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষার্থে স্থায়ী নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	৪১৮৪.৫৫	৩৯৪৫.৭৫
	উপমোট (দক্ষিণাঞ্চল)-২টি প্রকল্প	**৪১২৮৩.১৭**	**৩৮৯৭০.১৩**
	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা		
১৭	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩)	২৭৯১২.৭৫	২২৯১৩.০৯
	উপমোট (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)-১টি প্রকল্প	**২৭৯১২.৭৫**	**২২৯১৩.০৯**
	বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ		
১৮	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩)	৫১৫৩১.৮৩	৫০৫৫৯.৭৬
	উপমোট (বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ)-১টি প্রকল্প	**৫১৫৩১.৮৩**	**৫০৫৫৯.৭৬**
	বিশেষ প্রকল্পসমূহ		
১৯	বাঁধ ভাঙ্গার কারণসমূহ অনুসন্ধান এবং টেকসই সমাধানের নিমিত্ত সুপারিশ (মে, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২২)	৪৯৬.৫০	৪৬৩.৮৬
২০	মানিকগঞ্জ জেলায় যমুনা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন রক্ষার্থে বঙ্গবন্ধু সেতু (যমুনা) এর ভাটিতে মরফোলজিক্যাল প্রক্রিয়া অনুসন্ধানসহ পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত সমীক্ষা (ডিসেম্বর, ২০২১ হতে মার্চ, ২০২৩)	৪৩১.০৪	৪১১.২৮
২১	ম্যাথমেটিকাল মডেলের মাধ্যমে লোয়ার মেঘনা নদীর শাহবাজপুর চ্যানেলের সমন্বিত উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (সেপ্টেম্বর, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২২)	৪৯৬.০৬	৪১৬.০৬
২২	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার কুমিরা ছড়া এবং মীরসরাই উপজেলার খেয়া ও গোভানিয়া ছড়ায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে পরিবেশবান্ধব জলধারা নির্মাণের সম্ভাব্যতা (নভেম্বর, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	৪৮৯.০০	৪৬৭.২৫

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
১	২	৩	৪
২৩	কুতুবদিয়া এবং মাতারবাড়ি দ্বীপের সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৪২৬.৫১	৪১৬.১৭
২৪	চট্টগ্রাম জেলার আওতাধীন সন্দ্বীপ উপজেলাস্থ পোল্ডার নং-৭২ এর সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (ফেব্রুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৩৬১.০০	৩৪১.৭২
২৫	বগুড়া জেলায় করতোয়া নদী সিস্টেম ব্যবস্থাপনা এবং নাগর নদীর উভয় তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প সমূহের পুনর্বাসন সম্পর্কিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মার্চ, ২০২২ হতে মে, ২০২৩)	৪৯৯.০০	৪৫৪.১১
২৬	তিস্তা ব্যারেজের উজানে ড্রেজিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ সংরক্ষণ ও যথার্থ ব্যবহার এবং কুড়িগ্রাম জেলার তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জানুয়ারি, ২০২২ হতে এপ্রিল, ২০২৩)	৫০০.০০	৪৮৫.২৬
২৭	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম জেলায় ব্রহ্মপুত্র ও জিঞ্জিরাম নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মার্চ, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৪৯৯.০০	৪৭৬.৪৭
২৮	পূর্ব গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের বিস্তারিত সমীক্ষা (এপ্রিল, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৩৫৫.০০	৩২৫.৫৮
২৯	সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মে, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৩৭১.০০	৩৫৪.৬০
৩০	সিলেট জেলার সুরমা-কুশিয়ারা নদীর অববাহিকায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মে, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৩৬৯.০০	৩২৮.০০
৩১	সিরাজগঞ্জ জেলায় হুরাসাগর সিস্টেমের ভূ-পরিস্থ পানি ধারণ এবং যমুনা নদীর বন্যা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মে, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৪৮২.৬০	৪০০.৭৪
৩২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজেলার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (অক্টোবর, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৪০৪.০০	৩৬২.৫৫
	উপমোট (বিশেষ প্রকল্পসমূহ)-১৪টি প্রকল্প	**৫৭০৩.৬৫**	**৫৭০৩.৬৫**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন

বাস্তবায়ন স্ট্যাটাস	মোট বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতি সংখ্যা	জুন, ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়িত	২০২২-২৩ বাস্তবায়ন সমাপ্তকৃত	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়িত
সমাপ্তকৃত	৫০	৪১	২	৪৩
বাস্তবায়নাধীন		৬		৫
ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন		২		১
বাস্তবায়ন সমাপ্তের পর ফলাফল বিবেচনা ও সমীক্ষাপূর্বক বাস্তবায়নযোগ্য		১		১

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বাস্তবায়ন সমাপ্তকৃত ২টি প্রতিশ্রুতিঃ

ক্রমিক	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত প্রকল্প
১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
২	ভৈরব নদী পুনঃখনন	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

➢ শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩		
প্রকল্প এলাকা	ঃ	শরীয়তপুর		
প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ	১৪১৭১৯.০৬ লক্ষ টাকা		
প্রকৃত ব্যয়	ঃ	১৪০৩১৬.১০ লক্ষ টাকা		
অবকাঠামো	ঃ	নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ	-	৯.৩৫০ কিঃমিঃ
		নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন	-	০.৮৫০ কিঃমিঃ
		পদ্মা নদী ড্রেজিং	-	১১.৮০০ কিঃমিঃ
		এন্ড টার্মিনেশন	-	০.১০৪ কিঃমিঃ
		ব্রীজ নির্মাণ	-	১টি
		খেয়াঘাট নির্মাণ	-	৫টি

প্রকল্পের সুফল ঃ

- শরিয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, ফসলী জমিসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা পেয়েছে।
- প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা পাচ্ছে।
- নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর প্রবাহ স্বাভাবিক ও মূল চ্যানেলে বজায় রয়েছে;

সুরেশ্বর দরবার শরীফ, নড়িয়া, শরীয়তপুর

মুলফতগঞ্জ লঞ্চঘাট, নড়িয়া, শরীয়তপুর

➢ ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]

বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩		
প্রকল্প এলাকা	ঃ	যশোর		
প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ	২৭৯১২.৭৫ লক্ষ টাকা		
প্রকৃত ব্যয়	ঃ	২২৯১৩.০৯ লক্ষ টাকা		
অবকাঠামো	ঃ	ভৈরব নদী ড্রেজিং	-	৪.০০০ কিঃমিঃ
		ভৈরব নদী পুনঃখনন	-	৯২.০০০ কিঃমিঃ
		আপার ভৈরব নদী পুনঃখনন	-	২০.৯২৫ কিঃমিঃ
		দাইতলা খাল	-	২২.৭০০ কিঃমিঃ
		নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন	-	৩.৮০০ কিঃমিঃ
		ওয়াকওয়ে নির্মাণ	-	১.৮০০ কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

- পুনঃখনন ও ড্রেজিং এর ফলে ভৈরব নদী ও এর সংলগ্ন খালসমূহের নিস্কাশন ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে, চৌগাছা, যশোর সদর, বাঘারপাড়া, অভয়নগর উপজেলার ২২,০০০ হেক্টর এলাকা উপকৃত হচ্ছে।
- ভৈরব নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

- মাথাভাঙ্গা ও আপার ভৈরব নদীর মধ্যে উজানের প্রবাহের সংযোগ পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।
- ভৈরব নদী এবং খাল সমূহের পুনঃখননের মাধ্যমে সম্প্রসারিত সেচ সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভৈরব নদীর কিঃমিঃ ৩৬.০০ হতে কিঃমিঃ ৩৮.০০
এর পোষ্ট-ওয়ার্ক

ভৈরব নদীর কিঃমিঃ ৪২.০০ হতে কিঃমিঃ ৪৪.৫০
এর পোষ্ট-ওয়ার্ক

➢ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)।

বাস্তবায়নকাল ঃ জুন, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩
প্রকল্প এলাকা ঃ ফরিদপুর, মাগুরা, রাজবাড়ি, নড়াইল ও গোপালগঞ্জ
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৫২১৫০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ৫০৫৫৯.৫৬ লক্ষ টাকা
অবকাঠামো ঃ

পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো মেরামত	-	৩৮টি
পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ	-	৫টি
চেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ	-	৮টি
ব্রীজ নির্মাণ	-	১০টি
ড্রেনেজ/সেচ ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ	-	৬৭টি
নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ	-	২.০৩৮ কিঃমিঃ
বাঁধ নির্মাণ	-	২.২৪২ কিঃমিঃ
বাঁ পুনরাকৃতিকরণ	-	২৮.২১০ কিঃমিঃ
বিটুমিনাস রোড কার্পেটিং/এইচবিবি	-	৩২.৭৩৭ কিঃমিঃ
ডাব্লিউএমও ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ	-	২৩টি
আর্সেনিক মুক্ত ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন	-	২৪০টি
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর ভবন নির্মাণ	-	১টি

প্রকল্পের সুফল ঃ

- অংশীদারিত্বমূলক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকাকে হাইড্রলজিক্যাল ইউনিটে বিভক্ত করা হয়েছে।
- পূনর্বাসন কাজে পানি ব্যবহারকারীগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- হাইড্রলজিক্যাল ইউনিটে বিভক্ত এলাকায় সুবিধাভোগিদের দৈনন্দিন কাজে পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ, গোপালগঞ্জ

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

➢ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ারচরঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেম্বারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩
প্রকল্প এলাকা ঃ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৪৮০৪২.০০ লক্ষ টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৬৩.২৭%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ব্রহ্মপুত্র নদের ভয়াবহ ভাঙ্গন হতে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেম্বার পাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ৮৩০০.০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দ্যেশ্য।
- নদী হতে ভূমি পূনরূদ্ধার করা।
- নদী ভাঙ্গন রোধ ও ভূমি পূনরূদ্ধারের মাধ্যমে এলাকার দারিদ্র দূরীকরণ।
- সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা।
- প্রকল্পের নিকটবর্তী প্রায় ৪৬৫৭০০.০০ লক্ষ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৮.৩০০ কিঃমিঃ (আং-৮১.৩৬%)
ঘাটলা নির্মাণ- ৪টি (আং-৭১.২২%)

➢ হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সম্মুখে কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪
প্রকল্প এলাকা ঃ হবিগঞ্জ
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৫৭৩৪৭.৮০ লক্ষ টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৭৪.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- বিবিয়ানা পাওয়ার প্ল্যান্ট সংলগ্ন কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরে ৭.৪০ কিঃমিঃ স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৩টি পাওয়ার প্ল্যান্ট, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, কৃষিজমি ও সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনাসমূহ ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা করা।
- ১৭৬.০০ কিঃমিঃ নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী সমূহের মধ্যে প্রবাহ সংযোগ স্থাপন, পানি নিষ্কাশন ত্বরান্বিত করা এবং নৌ-যোগাযোগ স্থাপন করা।
- পরিবেশের বিরূপ প্রভাব হতে প্রকল্প এলাকার পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা করা।

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ৭.৪০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ-৪.৩০ কিঃমিঃ, আং-৩.১০কিঃমিঃ)
নদী পুনঃখনন - ১৬৮ কিঃমিঃ (পূর্ণ-৮৫.০০ কিঃমিঃ ও আংশিক-৩৫.০০ কিঃমিঃ)
নদী ড্রেজিং - ৮.০০ কিঃমিঃ (আং)

➢ রাজশাহী জেলার চারঘাট ও বাঘা উপজেলায় পদ্মা নদীর বাম তীরে স্থাপনা সমূহ নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ জানুয়ারী, ২০২০ হতে জুন,২০২৪
প্রকল্প এলাকা ঃ রাজশাহী
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৭৪৪৬০.৭৩ লক্ষ টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৬৫.১০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ৪.৩০০ কিঃমিঃ নদীর তীর সংরক্ষণ এবং ০.৮০০ কিঃমিঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ পুনর্বাসন কাজের মাধ্যমে পদ্মা নদী ভাঙ্গন হতে ঝুঁকিপূর্ণ আলাইপুর, মিরগঞ্জ ও চারঘাট বিওপি এলাকা রক্ষাসহ রাজশাহী জেলার চারঘাট ও বাঘা উপজেলা রক্ষা করা।

- পদ্মা নদীর বাম তীর বরাবর প্রায় ৫.১০০ কিঃমিঃ এলাকা পদ্মা নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষার মাধ্যমে ৩২৩১৩২.৮০ লক্ষ টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রক্ষা করা।
- ১২.১০০ কিঃমিঃ পদ্মা নদীর ড্রেজিং কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করা ও পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন করে নদীর বাম তীর রক্ষা করা।
- স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং কাজ নিশ্চিত করতঃ দারিদ্র দূরীকরণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং কর্মের সুযোগ তৈরী করা।

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ৪.৩০০ কিঃমিঃ (আং-১০.০০%)
নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন - ০.৮০০ কিঃমিঃ (আং-৩০%)
নদী ড্রেজিং - ১২.১০ কিঃমিঃ (আং-১২%)

➢ ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশা বাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদীর ড্রেজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪
প্রকল্প এলাকা ঃ ঢাকা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২০১১৩১.৪৮ লক্ষ টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৫৬.৯৮%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাংগন হতে প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত প্রায় ৩৫০ হেক্টর আবাদী জমি, প্রায় ১১০০টি পাকাবাড়ি, ৩৫০০টি আধাপাকা বাড়ি, ৩২০০টি কাঁচাবাড়িসহ প্রায় ১০০ হেক্টর আবাসিক এলাকা, ৭.৫০০ কিঃমিঃ হাইওয়ে এবং স্কুল-কলেজ, মসজিদ- মাদ্রাসাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহ নদী ভাংগনের কবল হতে রক্ষা করা।
- নদীর গতিপথ পরিবর্তন প্রতিরোধ করা।
- সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা।
- পরিবেশের বিরুপ প্রভাব হতে প্রকল্প এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের সময় ভূমিহীন, দরিদ্র, অসহায় নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে করে প্রকল্প এলাকায় ভাল পরিবেশ বজায় থাকে।

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ৬.৮০০ কিঃমিঃ
নদী ড্রেজিং -১২.২০০ কিঃমিঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য নতুন প্রকল্পসমূহ

➢ খাগড়াছড়ি শহর ও তৎসংলগ্ন অবকাঠামো ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫
প্রকল্প এলাকা ঃ খাগড়াছড়ি
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৫৮৬০০.৮৯ লক্ষ টাকা
অনুমোদন তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০২২
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- খাগড়াছড়ি জেলা ও দীঘিনালা উপজেলা শহর পাহড়ী খরস্রোতা চেঙ্গী, মাইনী ও অন্যান্য নদী/ছড়া সমূহের ভাঙ্গন হতে জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝড়, অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, ভূমিধ্বস ও পাহাড়ী ঢলের কারণে নদীর তলদেশ ক্রমাগত ভরাট হওয়া বন্ধ করণ।
- ১৩৫.৩৮ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং এর মাধ্যমে উল্লেখিত নদী সিস্টেম পুনরুজ্জীবিত করা ও নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নদী তীর প্রতিরক্ষাকাজ - ১০.৮১৫ কিঃমিঃ
- চেঙ্গী নদী ড্রেজিং - ৫৯.০৩ লক্ষ ঘনমিটার
- মাইনী নদী ড্রেজিং - ৭৬.৩৫ লক্ষ ঘনমিটার

➢ বরিশাল জেলার কারখানা, বিঘাই এবং পায়রা নদীর ভাঙ্গন হতে শেখ হাসিনা সেনানিবাস এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম পর্যায়)

বাস্তবায়নকাল ঃ জানুয়ারী, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫
প্রকল্প এলাকা ঃ বরিশাল
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৬৭৬০০.০০ লক্ষ টাকা
অনুমোদন তারিখ ঃ ০৬-০৪-২০২৩
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রকল্প এলাকায় কারখানা, বিঘাই এবং পায়রা নদীর ডান তীরে অবস্থিত শেখ হাসিনা সেনানিবাস ও তৎসংলগ্ন এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধ।
- শেখ হাসিনা সেনানিবাসে অবস্থিত প্রায় ৪৯০০.২০ কোটি টাকা মূল্যের স্থাপনাসহ আনুমানিক ৫২১০.৯৮ কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা করা।
- দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় অর্থনৈতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

- স্থায়ী নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ৬.০০০ কিঃমিঃ
- নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (প্রাথমিক/প্রাক প্রতিরক্ষা) - ২.৫০০ কিঃমিঃ

➢ Flood Reconstruction Emergency Assistance Project (FREAP)

বাস্তবায়নকাল ঃ এপ্রিল, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫
প্রকল্প এলাকা ঃ সুনামগঞ্জ ও সিলেট।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৬৯৯৮১.১১ লক্ষ টাকা
অনুমোদন তারিখ ঃ ১১-০৪-২০২৩
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ৮০ কিঃমিঃ ক্ষতিগ্রস্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর উন্নয়ন।
- হাওর এলাকায় ১৫টি ফ্লাড ফিউজ নির্মাণ এবং ১৮.৪১০ কিঃমিঃ ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ডুবন্ত বাঁধ সিসি ব্লক দিয়ে আবৃত করে ডুবন্ত বাঁধের টেকসই উন্নয়ন।
- ৪.০০০ কিঃমিঃ নদী তীর রক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদীর তীর এবং সংলগ্ন মূল্যবান জমি ও সম্পত্তি রক্ষাকরণ।
- ৭৯,২৩৩ হেক্টর আবাদি জমি আগাম ফ্ল্যাশ ফ্লাড বা আকস্মিক বন্যা হতে রক্ষাকরণ।
- নিষ্কাশন অবকাঠামোর (রেগুলেটর) মেরামত ও পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- সমন্বিত কাঠামোগত এবং অকাঠামোগত বন্যা ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নদী তীর সংরক্ষণ - ৪.০০০ কিঃমিঃ
- সিসি ব্লক আর্মারিং সহ সাবমার্সিবল বাঁধ - ১৮.৪১০ কিঃমিঃ
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ - ৮০.০০০ কিঃমিঃ
- ফ্লাড ফিউজ নির্মাণ - ১৫টি
- বিদ্যমান রেগুলেটর ও স্লুইস মেরামত - ৩৪টি
- বৃক্ষরোপন - ১,০৪,৩৩৬টি

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহিত প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প গ্রহণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০০৯-১০ হতে ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাপাউবোর ১৩৬টি প্রকল্পের জন্য অনুমোদন আদেশ জারি করা হয় যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১১০১.৫১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে, জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ১৩২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ৪টি প্রকল্প চলমান আছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩)। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে পোল্ডার/বাঁধ নির্মাণ/মেরামত, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ এবং নদী/খাল পুনঃখনন ইত্যাদি। উক্ত প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের উপকারভোগী জনগন বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প, উদ্দেশ্য, পানি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি, আইন, বিধিমালা, নির্দেশিকা, কৌশল, পরিকল্পনা (ব-দ্বীপ, প্রেক্ষিত, পঞ্চ-বার্ষিকী) ও নির্বাচনী ইশতেহার ইত্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাপাউবো কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রম সমূহের আওতায় সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা, মোহনা, সমুদ্র ও নদী হতে ভূমি উদ্ধার, নদী তীর সংরক্ষণ ও নদী ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্যাটাগরীতে শ্রেণী বিভক্ত করে আগামী ২৫ বছরের জন্য প্রকল্পের খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের নিমিত্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। স্বল্প মেয়াদভুক্ত কার্যক্রমসমূহ আগামী ৮ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদের আওতাধীন কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমে ১৫ বছর ও ২৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমসমূহ পর্যাবৃত্তে পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা হবে। যে সমস্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি অথবা দীর্ঘদিন আগে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো নতুন করে সমীক্ষা করা সমিচিন।

আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাপাউবো কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রম সমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হলো। উল্লেখ্য, কিছু প্রকল্প স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কার্যক্রমের বিস্তারিত ছক-১ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

Type of Project	Total No Projects	Priority (Term-wise)			Included in BDP IP
		Short (8yrs)	Medium (15yrs)	Long (25yrs)	
River Management Project (Dredging, Bank Protection, Connectivity with Floodplain)	155	142	22	4	4
Land Reclamation and Development Projects	20	15	12	3	11
Integrated Development Project	44	33	20	7	11
Irrigation Project (New & Rehabilitation)	27	25	3	1	6
Climate Change Adaptation and Ecosystem Restoration Project	24	21	10	4	5
Rehabilitation of Coastal Polders	26	22	6	1	1
Haor Rehabilitation Projects	20	19	16	4	5
Others Projects	25	23	3	1	4
Total	**341**	**298**	**92**	**25**	**47**

উল্লেখ্য, প্রণীত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ঠ-২০৩০ এর সাথে সামঞ্জস্যতা নিরুপণ করা হয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর ছয়টি অভিষ্ঠসমূহ হলো (১) বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পির্কিত বিপর্যয় হতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, (২) পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও পানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, (৩) সমন্বিত ও টেকসই নদী ও মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, (৪) জলাভূমি ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, (৫) অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকরী প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা, (৬) ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি অর্থনীতির বিভিন্ন খাতসহ জাতীয় পর্যায়ের অভিষ্ট এবং লক্ষ্য অর্জনে প্রধান বাধা ও অনিশ্চয়তা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ সকল অনিশ্চয়তার কারণে বিশ্বের সকল ব-দ্বীপ অঞ্চলে অভিযোজন ভিত্তিক কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের বিবেচনায় সার্বিকভাবে কৃষি ও শিল্প অর্থনীতি, মৎস্য, বনায়ন, জনস্বাস্থ্য, পানি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ খাতকে সমন্বিত করে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে দেশের প্রথম শতবর্ষ মহাপরিকল্পনা "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" বা বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ অনুমোদন করেছেন। এটি মূলত একটি অভিযোজন ভিত্তিক কারিগরি এবং অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা, যা উন্নয়ন ফলাফলের ওপর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিবেচনা করে No Regret পলিসিতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ তে অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অঞ্চলভিত্তিক পানি বিজ্ঞান এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু, টেকসই ও সমন্বিত ব্যবস্থা প্রধান ভূমিকা পালন করছে। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পানি সম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণসহ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণ। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ তে বিনিয়োগ অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণেই সীমিত না রেখে তাতে গবেষণা, জ্ঞান এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা উত্তরনে ও সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর মূল উদ্দেশ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র নির্মূল ও মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া। এ লক্ষ্য অর্জনে 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' এ জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গণ, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং ঘুর্নিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কে চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' এর ৬টি অভীষ্ট অর্জনে flexible and adaptive approach অনুসরণ করে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর নির্দিষ্ট অভীষ্টসমূহ

অভীষ্ট ১: বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
অভীষ্ট ২: পানির নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
অভীষ্ট ৩: সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;
অভীষ্ট ৪: জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা;
অভীষ্ট ৫: অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা; এবং
অভীষ্ট ৬: ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' এর উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্ন-বর্ণিত বিষয়সমূহ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।

Flood Risk Management Strategy

- *Protecting Economic Strongholds and Critical Infrastructure (indicative flood protection levels for economic strongholds and vital infrastructure are: 1/100 and 1/250 up to 2030; 1/250 - 1/1000 up to 2050, and 1/1000 - 1/2500 by 2100)*
- *Equipping the FCD Schemes for the Future*
- *Safeguarding Livelihoods of Vulnerable Communities*

Fresh Water Strategy

- *Ensure Water Availability by Balancing Supply and Demand for Sustainable and Inclusive Growth*
- *Maintaining Water Quality for Health, Livelihoods and Ecosystems*

Coastal Zone Strategy

- *Increase drainage capacity and reduce flood risk at coastal zone*
- *Balancing water supply and demand for sustainable growth*
- *Reclaim New Land in the Coastal Zone*

River Systems and Estuaries Strategy

- *Provide adequate room for the river and infrastructure to reduce flood risk*
- *Improvement of the conveyance capacity as well as stabilize the rivers*
- *Provide fresh water of sufficient quantity and quality.*

- *Maintain ecological balance and values (assets) of the rivers*
- *Allow safe and reliable waterway transport in the river system*

Urban Area Strategy

- *Increase drainage capacity and reduce flood risk at urban area*
- *Enhance urban water security and water use efficiency*
- *Managing river systems and estuaries in newly developed areas*
- *Conserve and preserve urban wetlands and ecosystems and promote their wise-use*
- *Develop effective urban institutions and governance*
- *Integrated and sustainable use of urban land and water resources*

Haor and Flash Flood Areas Strategy

- *Protect agriculture and vulnerable communities from flood*
- *River Management*
- *Sustainable Haor Ecosystem and Biodiversity Management*
- *Institutional Development*
- *Integrated Water/Land Resource Management*

Water Strategy for Chittagong Hill Tracts

- *Protect of economic zones and towns from flood and storm surge*
- *Ensure water security and sustainable sanitation*
- *Ensure integrated river management*
- *Maintain Ecological Balance and Values (assets) at CHT*
- *Increase institutional capacity for integrated water resources management*
- *Develop multi-purpose resources management system for sustainable growth*

শতবর্ষ এই ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরা প্রবণ অঞ্চল, হাওর ও আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী ও মোহনা অঞ্চল এবং নগরাঞ্চল- এ রকম মোট ৬টি হটস্পট নির্ধারণ করে সেখানে ৩৩ ধরণের চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করা হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের টেকসই উন্নয়নে সরকার প্রায় ৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৩,১৪,৫০০ কোটি টাকা) বিনিয়োগ করবে, যার প্রায় ৮০% বাস্তবায়ন করবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জিডিপি'র ২.৫০% বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। তন্মধ্যে ২% অর্থায়ন সরকারী খাত হতে এবং ০.৫০% অর্থায়ন বেসরকারি খাতে হতে নির্বাহ করা হবে।

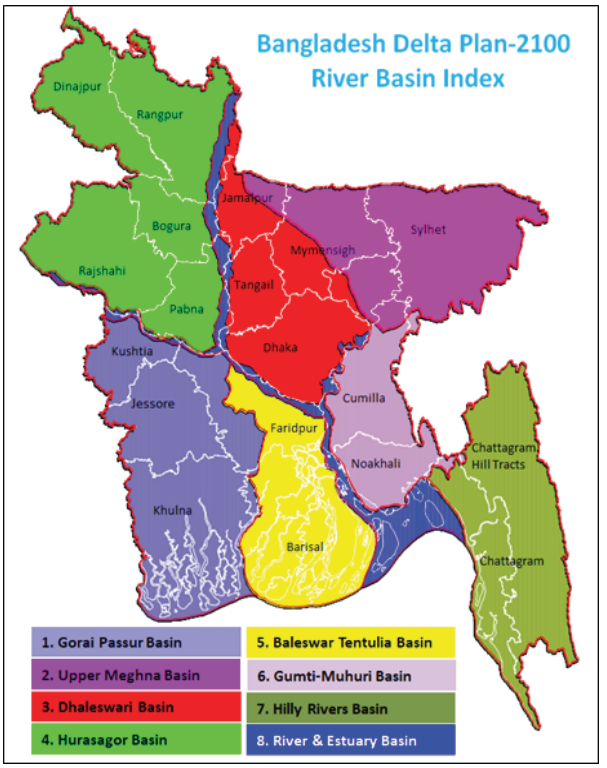

চিত্র: বাংলাদেশ ব-দ্বীপ বেসিন ম্যাপ

এই মহাপরিকল্পনায় বিনিয়োগ অগ্রাধিকার হিসাবে Investment Plan-এ মোট ৮০টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে তন্মধ্যে ৬৫টি ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্প এবং ১৫টি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণা বিষয়ক প্রকল্প।

চিহ্নিত ৮০টি কার্যক্রমের মধ্যে বাপাউবো ৫৯টি (৪৫টি সরাসরি এবং ১৪টি ক্রসকাটিং) প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে বাপাউবো ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। বর্তমানে বাপাউবো প্রায় ৪০৮৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৮টি প্রোগ্রামের আওতায় ৫৯টি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যার ১২টি প্রকল্প (৩২০৮ কোটি টাকা) ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং ৪৭টি প্রকল্প (৪৫, ১৫৭ কোটি টাকা) চলমান আছে। এছাড়া, বাপাউবো'র চলমান এবং সমাপ্ত অন্যান্য এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ পরোক্ষভাবে ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব

প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, নদ-নদী ও খাল খনন, পোল্ডার পুনবার্সন, নদীর তীর সংক্ষরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার, হাইড্রলিক তথ্য সেবা ও আগাম সর্তকীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, বনায়ন ইত্যাদি যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হচ্ছে।

ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর Investment Plan-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত কার্যক্রম	বাপাউবো গৃহীত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল	মন্তব্য
১	West Gopalganj Integrated Water Management Project (Project Code: CZ 1.8/1.21)	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	১৩৫৫১.৪৪	জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩	চলমান
২	Improved Drainage in the Bhabadha Area (Project Code: CZ 1.11/1.38)	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	৫৩১০৭.০০	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
৩	Development of Water Management Infrastructure in Bhola Island. (Project Code: CZ 1.26)	ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলাধীন দৌলতখান পৌরসভা ও চকিঘাট এবং অন্যান্য অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	৫৫৭৩৮.৬৯	জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
৪	Char Development and Settlement Project (Project Code: CZ 1.3)	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-(ব্রীজিং) (অতিরিক্ত অর্থায়ন)।	৩১১৫৯.১৮	জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
৫	Morphological Dynamics of Meghna Estuary for Sustainable Char Development (Project Code: CZ 1.39)	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার নলের চরে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে প্রতিরক্ষামূলক কাজ।	৩৪৮৮৪.১৮	সেপ্টেম্বর, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬	এডিপি বহির্ভূত অনুমোদিত প্রকল্প
৬	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Gorai-Passur Basin (Project Code: CZ 1.41)	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৬৭৩৭৩.৩৫	অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-১, বাপাউবো অংশ)।	৭৫৭৮১.০০	জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫	চলমান
		পানগুছি নদীর ভাঙন হতে বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলা সদর এবং সংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ এবং বিষখালী নদী পুনঃখনন প্রকল্প।	৬৫৮৮৩	এপ্রিল, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		ফরিদপুর জেলার মধুমতি নদীর বামতীরের ভাঙ্গন হতে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ স্মৃতি যাদুঘর সংযোগ রাস্তাসহ অন্যান্য এলাকা সংরক্ষণ ও ড্রেজিং।	৪৮১১০	মার্চ, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬	এডিপি বহির্ভূত অনুমোদিত প্রকল্প
৭	Rationalization of Polders in Baleswar - Tentulia Basin (Project Code: CZ 1.44)	বরগুনা জেলার অধীন পোল্ডার ৪৩/১ ও ৪৪বি পুনবার্সন এবং ঝুঁকিপূর্ণ অংশ পায়রা নদীর ভাঙ্গন হতে প্রতিরক্ষা প্রকল্প।	৭৫১২৮.৭১	জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪	চলমান

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত কার্যক্রম	বাপাউবো গৃহীত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল	মন্তব্য
		বরগুনা জেলার অধীন পোল্ডার নং ৪১/৬এ, ৪১/৬ বি ও ৪১/৭এ পুনবার্সন এবং বেতাগী শহরসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ অংশ বিষখালী ও পায়রা নদীর ভাঙ্গন হতে প্রতিরক্ষা।	৮২৬৪৯.২৫	এপ্রিল, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৫	চলমান
৮	Rationalization of Polders in Gorai - Passur Basin (Project Code: CZ 1.40)	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District.	৩২৮০০০.০০	জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩	চলমান
		সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-১৫ পুনর্বাসন প্রকল্প।	১০২০৪২.৯২	জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		খুলনা জেলার পোল্ডার নং-১৪/১ এর পুর্নবাসন প্রকল্প।	১১৭২৩১.২৫	জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
৯	Rationalization of Polders in Gumti - Muhuri Basin (Project Code: CZ 1.47)	লক্ষীপুর জেলার অন্তর্গত রামগতি ও কমলনগর উপজেলাধীন বড়খেরী ও লুধুয়াবাজার এবং কাদের পন্ডিতের হাট এলাকা ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে মেঘনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৩০৮৯৯৬.৯৯	জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫	চলমান
		চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার শ্রীমাই খালে Multipurpose Hydraulic Elevator Dam নির্মাণ।	১৩৩০৩	জানুয়ারি ২০২৩ হতে জুন ২০২৬	চলমান
১০	Rehabilitation of Water Management Infrastructure in Bhola District (Project Code: CZ 1.30)	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৪৮৫৭৪.৪৮	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত
		মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ডহাডিঞ্জ ও ধলিগৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩৯৩৬০.০০	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত
		ভোলা জেলার মুজিবনগর ও মনপুরায় উপকূলীয় বাঁধ পুনবার্সন, নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তীর সংরক্ষণ।	১০৯২৭০.০০	এপ্রিল, ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৫	চলমান
		তজুমদ্দিন ও লালমোহন উপজেলায় উপকূলীয় বাঁধ পুনবার্সন, নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তীর সংরক্ষণ।	১০৯৬৬০.০০	এপ্রিল, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫	চলমান

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত কার্যক্রম	বাপাউবো গৃহীত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল	মন্তব্য
১১	Study on Integrated Management of Drainage Congestion for Greater Noakhali. (Project Code: CZ 1.4)	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	৩২৪৯৮.৮৫	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত
		নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ি উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন প্রকল্প।	৭১৮৬.৫৭	অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩	সমাপ্ত
১২	Southern Agricultural Improvement Project (SAIP) (Project Code: CZ 12.8)	ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ফর মুহুরী ইরিগেশন) (৩য় সংশোধিত)।	৫৬২৬৯.০০	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		সাইথওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ফেইজ-২) (১ম সংশোধিত)।	৫২১৫০.০০	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩	সমাপ্ত
		ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট।	১১৮২৫৫.০০	জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬	চলমান
১৩	Implementation of rationalized water interventions in Baleswar- Tentulia Basin (Project Code: CZ 1.45)	বরিশাল জেলার কারখানা, বিঘাই এবং পায়রা নদীর ভাঙ্গন হতে শেখ হাসিনা সেনানিবাস এলাকা এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	৬৭৬০০.০০	জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৬	চলমান
		বরিশাল সদর উপজেলার চরকাউয়া, চাঁদমারী, জাগুয়া, লামচরি এবং চরমোনাই এলাকা কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম পর্যায়)।	৫১২৯২.০০	জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬	এডিপি বহির্ভূত অনুমোদিত প্রকল্প
১৪	Urirchar-Noakhali Cross Dam Project (Project Code: CZ 1.7)	ভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে উড়ির চর-নোয়াখালী ক্রস ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প।	৫৮৮৯৪.০০	ডিসেম্বর, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬	এডিপি বহির্ভূত অনুমোদিত প্রকল্প
১৫	Rationalization of Polders in Chittagong Coastal Plain(Project Code: CZ 1.10)	চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলাস্থ পোল্ডার নং-৭২ এর ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধের স্থায়ী পুনর্বাসনসহ ঢাল সংরক্ষণ।	৫৬২২১.০০	সেপ্টেম্বর, ২০২৩ হতে জুন ২০২৭	এডিপি বহির্ভূত অনুমোদিত প্রকল্প
১৬	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Chittagong Coastal Plain Basin (Project Code: CH 1.11)	চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)।	১৬৫৭৪২.৫৩	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩	চলমান
১৭	Rationalization of Polders in Chittagong Coastal Plain (Project Code: CH 1.10)	কক্সবাজার জেলাধীন টেকনাফ উপজেলার শাহ্ পরীর দ্বীপ পোল্ডার নং-৬৮ এর বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	১৫১৮৮.৯৯	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত কার্যক্রম	বাপাউবো গৃহীত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল	মন্তব্য
		চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২১৯৩০.৮৩	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত
		চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	২৯৩৬০.৬৯	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত
		চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকার পোল্ডার নং-৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং-৬৩/১ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং-৬৩/১বি (আনোয়ারা এবং পটিয়া) এর পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	৫৭৭২৩.৯২	মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডারসমূহ ৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি ও ৬৮ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩৬৮৬৬.৭১	অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৫	চলমান
১৮	Flow control and water storage structures for water availability in the dry season (Project Code: CH 26.5)	খাগড়াছড়ি শহর ও তৎসংলগ্ন অবকাঠামো নদী ভাঙন হতে সংরক্ষণ।	৫৮৬০০.৮৯	জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫	চলমান
১৯	Revitalization and Restoration of Hurasagar and Atrai rivers (Project Code: DP 1.3)	বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	২৩৩০৪১.১৮	নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ।	১৭৬৩৬.৪১	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
২০	Village Protection against Wave Action in Haor Area and Improved Water Management in Haor Basins (Project Code: HR 2.1/2.2)	হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)।	৯৯৭৫৫.০০	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৩	চলমান
		কিশোরগঞ্জ জেলার ১০টি উপজেলায় নদীতীর প্রতিরক্ষাকাজ, ওয়েভ প্রটেকশন এবং খাল পুনঃখনন প্রকল্প।	৬৫৪২৫.৭৫	জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬	চলমান
		নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	২০৫৯৩.৮১	জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪	চলমান

ক্র: নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত কার্যক্রম	বাপাউবো গৃহীত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল	মন্তব্য
২১	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Upper Meghna Basin. (Project Code: HR 1.1)	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৭২১১.১৩	অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত
		বন্যা ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠন জরুরী সহায়তা প্রকল্প (Flood Reconstruction Emergency Assistance Project)	৬৯৯৮১.১১	এপ্রিল, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫	এডিপি বহির্ভূত অনুমোদিত প্রকল্প
২২	River Bank Improvement Program (Project Code: MR 1.1)	যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩১৪৯৬.৮০	জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩	সমাপ্ত
		কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর ভাঙ্গনরোধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪৪৮৩১.০০	জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন সিংড়াবাড়ী, পাটগ্রাম ও বাঐখোলা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প।	৫৬০০৭.৫৮	অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	৪০১৭৫.৯৬	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩	চলমান
		যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলাধীন কাতলামারী ও সাঘাটা উপজেলাধীন গোবিন্দি এবং হলদিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	৮৩০৯৬.৭৬	জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩	চলমান
		সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৬৩৬১৭.০০	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত
		পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার মুন্সিগঞ্জ হতে খানপুরা এবং কাজিরহাট হতে রাজধরদিয়া পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৪৩৭৭১.১৮	জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
২৩	Integrated Jamuna-Padma Rivers Stabilization and Land Reclamation Project (Project Code: MR 1.46)	Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP) (Project-2)	১৮০৩০৭.০০	জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫	চলমান
		শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙন রোধকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ।	৫৫২৪৮.৭১	জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫	চলমান

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত কার্যক্রম	বাপাউবো গৃহীত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল	মন্তব্য
২৪	Drainage Improvement of Dhaka-Narayangonj-Demra Project (Phase 2). (Project Code: UA 1.3)	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)।	১২৯৯৯১.১৭	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩	চলমান
২৫	Improvement of Drainage Congestion and Flood Control for Chittagong City Corporation Area. (Project Code: UA 10.1)	চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলমগ্নতা/ জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প।	১৬২০৭৩.৫০	অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
২৬	Revitalization of Khals all Over the Country (Project Code: CC 1.43)	বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)।	১৮৭৯৪.১৬	ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২	সমাপ্ত
		৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।	২২৫৬৮৪.৮৮	নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪	চলমান
		ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন শুভাড্ডা খাল পুনঃখনন এবং খালের উভয়পাড়ে উন্নয়ন ও সুরক্ষা প্রকল্প।	১০৫৫৬২.৯৮	আগস্ট, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬	এডিপি বহির্ভূত অনুমোদিত প্রকল্প
২৭	Expansion and Modernization of Network & Tools for Groundwater Monitoring Including National Coordination Mechanism (Project Code: CC 1.45).	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSRP) Component-B: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (২য় সংশোধিত) ।	৩৪৫৬৯.৯৬	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩	চলমান
২৮	Program for Implementation of Rationalized Water Related interventions in Dhaleswari Basin (Project Code: CC 1.41).	কালিগঙ্গা নদীর ভাঙ্গন হতে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া, ঘিওর, মানিকগঞ্জ সদর এবং সিংগাইর উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৬৮৮৯৬.০০	এপ্রিল, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫	চলমান

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রূপান্তরিত "আমাদের পৃথিবীঃ ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এসডিজি' শিরোনামে গৃহীত প্রস্তাবনা অনুমোদন হয়েছে। জাতিসংঘের সারাবিশ্বের উন্নয়ন টেকসই করতে ১৭ টি অভীষ্ট লক্ষ্য (এসডিজি) নির্ধারন করেছে। ২০৩০ সাল নাগাদ জাতিসংঘ ঘোষিত ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন বিবেচনায় ফলপ্রসু বাস্তবায়নকে গুরুত্ব দিয়ে খাতভিত্তিক জাতীয় ও বৈশ্বিক লক্ষ্য এবং পরিকল্পনা সমূহকে দীর্ঘমেয়াদী সংহত কৌশলের সাথে সমন্বয় করার চ্যালেঞ্জ সরকার গ্রহণ করেছে। এসডিজির এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ১টি টার্গেট (৬.৫-সূচক ৬.৫.১, ৬.৫.২) অর্জনে লীড, ২টি সূচক (সূচক ৬.৬.১, ৬.এ) অর্জনে কো-লীড এবং ২০টি টার্গেট অর্জনে এসোসিয়েট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, দপ্তর ও অধিদপ্তর সমূহে তথ্য-উপাত্ত প্রদানের পাশাপাশি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান অব্যহত রেখেছে। পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে মানুষের জীবন

মান উন্নয়নের মাধ্যমে এসডিজি-৬ অর্জনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও SDG Mapping অনুসারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জন্য নির্ধারিত টার্গেট ৬.৫-এর অধীন ইনডিকেটর ৬.৫.১ (Degree of integrated water resources management implementation (0-100)) এবং ইনডিকেটর ৬.৫.২ (Propotion of transboundary basin area with an operational arrangement for water cooperation) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে জাতিসংঘ, SDG Tracker-এ আপলোড করার নিমিত্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-তে দাখিল করা হচ্ছে। SDG ৬.৫.১ (সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা) সূচকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রয়াসে বাংলাদেশ এ সংক্রান্ত জাতিসংঘের সর্বশেষ প্রতিবেদন (UN Water ২০২১) এশিয়ায় সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করেছে। ২০১৭ সালে UNEP প্রণীত গাইডলাইন অনুসারে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৫০। ২০২০ সালের অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুযায়ী আমাদের স্কোর ৫৮, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ (চিত্র-১)। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ইনডিকেটর ৬.৫.১ অর্জনের জন্য ২০১৬ সালে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ও ২০১৭ সালে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বেইজলাইন প্রতিষ্ঠা করে। ২০২০ সালের IWRM implementation অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে এবং ২০২২ সালে পুনরায় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সম্প্রতি ২০২৩ সালের IWRM implementation অগ্রগতি প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা (IWRM Action Plan) প্রস্তুতির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত কার্যক্রম সমূহ চিত্র ২ এ বর্ণনা করা হয়েছে। সম্প্রতি ২০২৩ সালের IWRM implementation অগ্রগতি প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা (IWRM Action Plan) প্রস্তুতির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

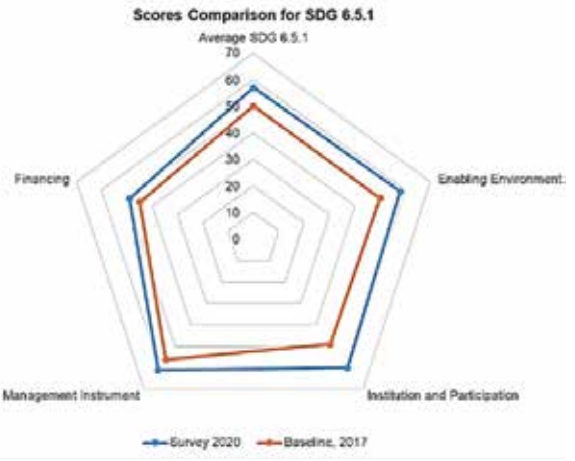

এসডিজি'র অভীষ্টের সহিত বাপাউবো'র প্রকল্পসমূহের সমন্বয়ঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান এবং একমাত্র বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন ইত্যাদি বিষয়ে বাপাউবো প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন করে দেশব্যাপী সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদীর নাব্যতা ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও, দেশব্যাপী বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সেবাও বাপাউবো প্রদান করে থাকে। বাপাউবো'র বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প এসডিজি'র যে সকল লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ তা নিম্নলিখিত ছকে উল্লেখ করা হলো

ক্রঃনং	প্রকল্পের ধরণ		এসডিজি
০১	সেচ প্রকল্প	»»»	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২, ১৫.১
০২	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন	»»»	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১৫.১
০৩	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ	»»»	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২, ১৫.১
০৪	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং	»»»	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২, ১৩.১, ১৫.১
০৫	রিভার ম্যানেজম্যান্ট/নদী ব্যবস্থাপনা	»»»	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১২.২, ১৫.১
০৬	নদী পুনরুদ্ধার	»»»	১.৫, ৬.৩, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১৫.১

ক্রমনং	প্রকল্পের ধরণ		এসডিজি
০৭	সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা	»»»	১.৫, ২.৩, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২, ১৩.১, ১৫.১, ১৫.৩
০৮	ড্রেজিং/খনন	»»»	১.৫, ২.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১২.২, ১৫.১
০৯	প্রতিরক্ষা/নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	»»»	১.৫, ২.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২
১০	উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন / হাওড় ব্যবস্থাপনা	»»»	১.৫, ২.৪, ৫.৫, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১৩.১, ১৪.১, ১৪.২, ১৫.১
১১	পোল্ডার পুনবার্সন	»»»	১.৫, ২.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১২.২, ১৩.১, ১৫.১
১২	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন	»»»	১.৫, ২.৪, ৫.৫, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১৩.১, ১৪.১, ১৪.২, ১৫.১
১৩	ক্রস ড্যাম নির্মাণ	»»»	১.৫, ২.৩, ৬.৫, ৬.৬, ১৩.১, ১৫.৩
১৪	অন্যান্য প্রকল্প	»»»	৬.৫

প্রকৃতি নির্ভর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, নদী/খালের তীরে এবং বাঁধে পরিকল্পিত বনায়ন থাকলে নদী/খালের পাড়ের মাটির গড়ন এবং মাটির বাঁধের স্থায়িত্ব অনেক মজবুত হয়। এমতাবস্থায়, প্রতিরক্ষা কাজের ব্যয় সাশ্রয় করে নদী/খালের তীরে ও বাঁধের ঢালে পরিকল্পিত বনায়ন করে পাড় ও বাঁধ সমূহকে প্রাকৃতিক উপায়ে মজবুত করে পানির ঢেউয়ের আঘাত সহনীয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে সকল বাঁধ নির্মাণ/পুনর্বাসন/মেরামতধর্মী প্রকল্পে এবং নদী/খাল খননধর্মী প্রকল্পে আবশ্যিকভাবে পরিকল্পিত বনায়ন করার সংস্থান রাখা হচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্ত সংস্থাসমূহ দেশব্যাপী অফিস প্রাঙ্গন, চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ছাড়াও স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রের বাঁধ ও অন্যান্য খোলা জায়গাসমূহে অধিক সংখ্যক বনজ, ফলজ ও ভেষজ গাছ পরিকল্পিত উপায়ে ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে প্রায় ১১ লক্ষ বৃক্ষরোপণ করা হয়।

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে Drainage খাল ডিজাইনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পাশাপাশি ঐ পানি দ্বারা irrigation-কে বিবেচনায় নিয়ে ডিজাইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া খাল, বিল ও নিচু এলাকায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখার মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর এর recharge নিশ্চিত করা যাচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় খাবার পানি হিসেবে বৃষ্টির পানি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দীঘি খনন এবং pond sand filter প্লান্ট নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

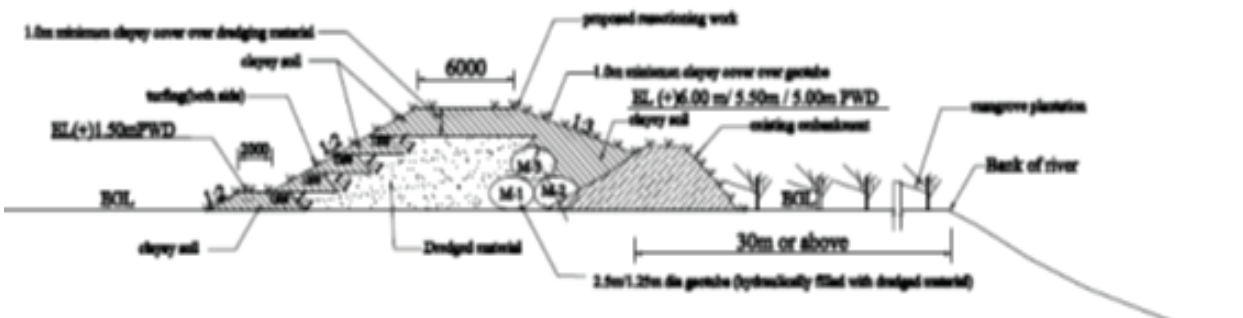

Typical section of Embankment with Geotube
(Applicable where dredged material is available near site or use of dredged material is feasible as per site condition)

বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ প্রকল্পের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ কৃষি ও পরিবেশ

বাপাউবোর ভিশন অনুযায়ী দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়ন সাধন; বন্যা, খরা, জলবদ্ধতা, আন্তর্জাতিক নদীর প্রবাহ, লবণাক্ততা, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরুপ প্রভাব মোকাবেলা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, বন ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন সাধন করা এবং বাপাউবোর মিশন অনুযায়ী জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পানি পরিকল্পনা, অংশগ্রহনমূলক পানি ব্যবস্থাপনা গাইড লাইন এবং বাপাউবোর্ড আইন অনুসারে দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সহ মাঝারী এবং বড় (১০০১ হেঃবা তদুর্ধ) প্রকল্প সমূহে স্থানীয় সংগঠনের সমন্বয়ে যৌথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশেষ করে (ক) সমাজের সকল স্তর, শ্রেনী ও পেশার লোকজনের অংশগ্রহন ও জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করা, (খ) দারিদ্রতা হ্রাস; গ) খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান; ঘ) পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করা বাপাউবোর্ড এর কর্মকান্ডের আওতাভুক্ত। এরই আলোকে বাপাউবোর্ড সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে জনগনের অংশগ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদনসহ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করতঃ জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত ৯৭০টি প্রকল্পের মধ্যে ৫৩৩টি প্রকল্প হচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রন,নিষ্কাশন ও সেচধর্মী প্রকল্প। এসব প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৬৬.৩৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষাবাদের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে ১১১.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বাপাউবোর্ডের প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি ১০.০৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে (৩টি ফসল মৌসুমে) সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে যা জাতীয় সেচকৃত এলাকার ১৩.০০%। বাপাউবো'র বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে ৫২টি সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানিতে সেচ প্রদানে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে আসছে যা মাটির উর্বরতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখছে। এসব সেচ প্রকল্পে ব্যারেজ বা পাম্পের সাহায্যে ড্যাম থেকে/উৎস থেকে গ্রাভিটি ফ্লো পদ্ধতিতে (Gravity flow) সেচখালের মাধ্যমে কৃষকের জমিতে সরবরাহ করা হয়। এ ৫২টি সেচ প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকা হচ্ছে ১১,১৭,১৭৩ হেক্টর, সেচযোগ্য এলাকা ৫,১৫,৭৬৯ হেক্টর এবং সেচকৃত এলাকায় ৪,২৬,০৩৫ হেক্টর। এ ৫২টি প্রকল্পের খুটিনাটি, তথ্য উপাত্ত ও সাফল্য অর্জন নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ এই সংকলনটি, যা বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তথ্যের উৎস হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম

প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা দপ্তর এর আওতাধীন দপ্তর সমূহের কার্যক্রম

ফসল, সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম, জনগণের অংশ গ্রহণমূলক কার্যক্রম এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

২০২২-২৩ সালের ফসল ও সেচ কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০২২-২৩ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি শস্য মৌসুমে ২৪.৮৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল ও ১০.৪৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন ২০২৩, পর্যন্ত ২৪.৩৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল চাষাবাদ ও ১০.০৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহে প্রধান ফসল হিসাবে ধান, গম ও ভূট্টা আবাদ হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রকল্প সমূহে তৈল ও ডাল জাতীয় ফসল সহ শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজি আবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে আসছে। পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা থাকায় শস্য বহুমূখী করণের পাশাপাশি শস্যের নিবিড়তাও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০২২-২০২৩ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ

হেক্টর

ক্রঃ নং	জোন	প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা	সেচের সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা	সেচযোগ্য এলাকা	তিন মৌসুমের মোট লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য				মন্তব্য
						ফসল		সেচ		
						লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	
১	উত্তরাঞ্চল (রংপুর)	২১	১৮৯২৫১	১৬৫৫৪৩	১২৭০৩২	৩৭৩২৯৫	৩৭৮৬৯৪	১৯৮৫২৭	১৭৯৫৫২	
২	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (রাজশাহী)	১১	২১৯৭৫২	১৮৬৪৫২	১২৯৫৪১	২৮৮৩২৪	২৮৭০২৭	১৯৭৮৯১	১৯৮১১৫	
৩	পশ্চিমাঞ্চল (ফরিদপুর)	১০	২৮১৮৮৭	১৭৩৯৪৫	১৬৫৯৫৭	২৮৮০০৮	২৯০৫৯৪	৮৪৩১৬	৮৭০৬৯	
৪	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল (খুলনা)	৬	১৯৯৮৯১	১৫৩৪৩৫	১৩৯১১১	২৮৪৬২০	২৬০৩৮৯	১৭১৯০৫	১৪৯৬১৬	
৫	দক্ষিণাঞ্চল (বরিশাল)	৭	৪৯৯০১১	৪৮৩০১১	১৫৪৬৬৪	৪৭৯৭১৫	৪৮৩৭১৫	১০৬১৮৬	১০৬২৯৬	
৬	কেন্দ্রীয় অঞ্চল (ঢাকা)	৫২	২৫১০৫৮	২৪৬৩২৩	১৭৫৬৫২	৩৫৬৫৭০	৩৫০৪৪৫	১৬৯৬৩৩	১৭০২২২	
৭	পূর্বাঞ্চল (কুমিল্লা)	৯	২১২৫০৮	১৪২৭৯৮	১০৩৫৯৪	১৭৮৪৯৪	১৬৪৩৫৫	৫৭৫৩৩	৫৮৫৪৯	
৮	উত্তর-পূর্বাঞ্চল (সিলেট)	৪	১১৬৪৯২	২৭৫৪৯	৪১৮৬১	১১৮৫১৮	১০৪৪২৫	২৬২৪১	২৩৯৭০	
৯	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম)	২০	৯৭৭১২	৬৯৯৪৪	৪৭১৭৭	১২১২৪৪	১১৮৭৭৪	৩৪৯৬০	৩৪৩৮০	
	সর্বমোটঃ	১৪০	২০৬৭৫৬২	১৬৪৯০০০	১০৮৪৫৮৯	২৪৮৮৭৮৮	২৪৩৮৪১৮	১০৪৭১৯২	১০০৭৭৬৯	

(১৪০টি সেচধর্মী প্রকল্পের মধ্যে ৫৩টি সেচ প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত আছে)

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় অগ্রগতি

বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়িত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প সমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেচ প্রকল্প সমূহে আধুনিক কৃষি ও শস্য উৎপাদনে গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (পানি ব্যবস্থাপনা দল, পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন) এর মাধ্যমে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতঃ কৃষকের জমিতে সেচ প্রদান করা হয়। সেচের পানি সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সাপেক্ষে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কৃষি জমির উপর সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য করণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এতদুদ্দেশ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৩ সালে "সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা, ২০০৩ (৩১ মে ২০০৫ পর্যন্ত সংশোধিত) [(এস, আর, ও নং-২৮৪ আইন/২০০৩) (এস, আর, ও নং-১২৮/আইন/২০০৫)]" নামে একটি প্রবিধানমালা জারী করা হয়। উক্ত প্রবিধানমালা অনুযায়ী বাপাউবো'র সেচ প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান, বৈশিষ্ট্য এবং ফসল ভিত্তিক সেচের পানির চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফসলের বিভিন্ন মৌসুমে (খরিফ-২, রবি ও খরিফ-১) ১৩ টি সেচ প্রকল্পে সেচ সার্ভিস চার্জ এর হার অনুমোদন করা হয়। তদানুযায়ী সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় করা হচ্ছে। এ প্রবিধানে সেচ প্রকল্পের উপকৃত কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্বসহ আদায়কৃত অর্থ সুবিধাভোগী সংগঠনের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে সরকার কর্তৃক বিপুল অর্থে সমাপ্ত প্রকল্পের নিজস্ব মালিকানাবোধ সৃষ্টি, সেচের পানির অপচয়রোধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বাপাউবো'র সেচ প্রকল্প সমূহে ২০০১-২০০২ হতে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্যের পরিমাণ ৯২২.৮০৩ লক্ষ টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৮২.৪২৩ লক্ষ টাকা। নিম্নের সারণীতে বর্তমানে জুন, ২০২৩ ইং সময় পর্যন্ত ১৩টি সেচ প্রকল্পে ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য এবং আদায়ের তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হলো।

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২১-২২	২০২২-২৩	ক্রমপুঞ্জিত আদায়	মন্তব্য
১।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা।	মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৩২.৭১০	৩৬.৮২০	৯.১৫২	৮.৫৭৪	১৭.৭২৬	*মহুরী সেচ প্রকল্পের সেচ সার্ভিস চার্জ ২০১৫-১৬ হতে বাপাউবোর ইমিপ প্রকল্পের নিয়মে চলমান আছে ।
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৫৮.০০	৫৮.০০	৪.১৮৬	৪.৪৭৮	৮.৬৬৪	
		সুন্দলপুর সেচ প্রকল্প	০.২৫০	০.২৫০	০.০৭০	০.০০০	০.০৭০	
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম।	মুহুরী সেচ প্রকল্প	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
		কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প	২.০০০	২.০০০	১.৮০০	১.৮১০	৩.৬১০	
		হারবাংছড়া সেচ প্রকল্প	০.১০০	০.১০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৩।	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী।	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	৩৯.৫৬৯	৩৫.১২৩	১.৯২৯	১.৫১৯	৩.৪৪৮	
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর।	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৫৬০.৬৯০	৪৪৯.৫৪০	১৬.৬৯০	২০.৮২০	৩৭.৫১০	**বুড়ি তিস্তা প্রকল্পে মামলা চলমান থাকায় সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় কার্যক্রম বর্তমানেবন্ধ রয়েছে।*** এনএন আইপি'র ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ লক্ষ্যমাত্রা এখনো নির্ধারন হয়নি।
		টাঙ্গন বাঁধ প্রকল্প	০.১০০	০.১০০	০.১২০	০.৩০০	০.৪২০	
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.১২০	০.১২০	
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন. এন. আই. পি. (ব্লক এ-১)	৪.৬৩১	০.০০০	১.৪৪৬	০.০০০	১.৪৪৬	
৬।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর।	জি-কে সেচ প্রকল্প	২৬৯.৮২০০	২৬৪.৯৮০	৪.৭৩৪	১৪.৪৫২	১৯.১৮৫	
৭।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট।	মনু নদী সেচ প্রকল্প	০.৫০০	৭৫.৮৯০	০.২২৭	০.৩৫০	০.৫৭৭	
	মোট	**১৩ টি প্রকল্প**	**৯৬৮.৩৭০**	**৯২২.৮০৩**	**৪০.৮২৯**	**৫২.৪২৩**	**৯২.৭৭৬**	

পানি ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচ্ছে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) নামে তিন স্তরভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠন করা হচ্ছে। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ বাপাউবো এর বিভিন্ন প্রকল্পে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাসহ সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবদান রাখছে। বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহকে সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংগঠনের সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সংগঠন সমূহকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদেরকে টেকসই অবস্থায় নেয়ার জন্য বাপাউবো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। "অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪" এর আলোকে বাপাউবোর্ডের অধীন ১৫৩টি বাস্তবায়িত প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম ও পোল্ডার সমূহে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন ও আইনগত অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চলমান।

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন-নিবন্ধনের তথ্যাদি (জুন-২০২৩ পর্যন্ত)

প্রকল্পের সংখ্যা (পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠিত)	আওতাভুক্ত এলাকা (হেক্টর)	পানি ব্যবস্থাপনা দল		পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন		পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন	
১৫৩	২২৩৬০৮৫	গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন
		৩৩৬২	৩১৫৫	৩০৩	২৮৯	৫	৪

মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার, বাপাউবো, রংপুর এর কার্যক্রমঃ

তৎকালিন সময়ে দেশের মঙ্গাপিড়িত উত্তরাঞ্চলের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুড়িতিস্তা প্রকল্পের অধীনে ১৯৬০ সালে মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার, বাপাউবো, রংপুর স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে খামারটি প্রকল্প এলাকায় সেচ ও কৃষি উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। খামারটিতে বুড়িতিস্তা ও তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর থেকে প্রকল্প এলাকার মাটি ও কৃষি আবহাওয়া উপযোগী উচ্চ ফলনশীল শস্যের আধুনিক চাষাবাদ প্রযুক্তি, শস্য বিন্যাস, ফসলের জাত নির্বাচন ও সেচ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষামূলক ও সাধারণ চাষাবাদ পরিচালিত হয়ে আসছে। পরীক্ষামূলক চাষাবাদের ফলাফল প্রকল্পের চাষী /উপকারভোগীদের মাঝে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ফসল আবাদ প্রদর্শনের জন্য মাঠ দিবস, ফসল কর্তন কার্যক্রম ও চাষাবাদ কলাকৌশল শিক্ষণের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামারটি রংপুর শহর থেকে ১৭ কিঃমিঃ উত্তরে গংগাচড়া উপজেলাধীন লক্ষীটারী ইউনিয়নের মহিপুর মৌজায় তিস্তা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠালগ্নে ১১.২৪ হেক্টর এলাকার খামারটির ৬.৬২ হেক্টর এলাকা ১৯৮৫ সালে নদী (তিস্তা নদী) ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে যায়। অবশিষ্ট ৪.৬২ হেক্টরের মধ্যে বর্তমানে খামারটির আবাদযোগ্য জমি ৩.৬২ হে. (প্লট নং-০১ এ ২.৪২ হেক্টর ও প্লট নং-০২ এ ১.২০ হেক্টর)। খামারটি পরীক্ষামুলক/ প্রদর্শনীমূলক হলেও এর কোনো সীমানা প্রাচীর নেই। সীমানা প্রাচীর বিহীন উন্মুক্ত পরিবেশে পরীক্ষামূলক/ প্রদর্শনী ও সাধারণ চাষাবাদে যথার্থ ফলাফল পাওয়া যায় না। তারপরও বহুবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যে খামারের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে প্রশিক্ষণ খাতে প্রাপ্ত সীমিত বরাদ্দের মাধ্যমে পরীক্ষামুলক চাষাবাদ কার্যক্রম ও প্রাপ্ত ফলাফল এবং প্রয়োগকৃত চাষাবাদ কলাকৌশল সম্পর্কে প্রকল্প এলাকার ৬০ জন কৃষক/ উপকারভোগীদের মাঝে সম্প্রসারণ/ উদ্বুদ্ধকরণ ও হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। চাষী সমাবেশ, শস্য কর্তন, সভা, সেমিনার, মাঠ দিবস ও লিফলেট ইত্যাদি এবং সর্বপরি প্রধান পানি ব্যবস্থাপনার আওতাধীন বোর্ডের সম্প্রসারণ উইং এর মাধ্যমেও খামারের পরীক্ষামুলক চাষাবাদের কলাকৌশল/ ফলাফল প্রকল্পের কৃষক/ উপকার ভোগীদের নিকট পৌঁছানো হয়। প্রতিবছর খামারে উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব খাতে অর্থ জমা দেয়া হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে ৭,৫৪,৭১৫/- টাকা রাজস্ব জমা দেয়া হয়েছে। তিস্তা সেচ প্রকল্প উপযোগী আধুনিক চাষাবাদ কলাকৌশল ও উন্নত জাতের ফসল চাষাবাদের জন্য স্থানীয় DAE, BRRI, BARI, BJRI, BADC, SRDI ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ সহযোগিতায় এই খামারে বিভিন্ন পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্পে বর্তমানে অধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার হ্রাস করে নতুন প্রযুক্তিতে ফসলের নিবীড়তা বৃদ্ধিসহ ফলন বৃদ্ধি, উফশী ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, সেচ সাশ্রয়ী ফসল উৎপাদন ও সেচ এলাকা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরীক্ষামুলক কার্যক্রম মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামারে চালানো হচ্ছে এবং এর ফলাফল তিস্তা সেচ প্রকল্প এলাকার কৃষকের মাঝে সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

চিত্রঃ মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার, বাপাউবো, রংপুরে ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বোরো ধানের শস্যকর্তন ও মাঠ দিবস এবং খামারে বিভিন্ন পরীক্ষা ও কলাকৌশল বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ করেন জনাব মোঃ মাহবুবর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর; জনাব মাহফুজ আহমদ, প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, বাপাউবো, ঢাকা; জনাব প্রদীপ কুমার বিশ্বাস, প্রধান কৃষিতত্ত্ববিদ, বাপাউবো, ঢাকা; জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম, মুখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বাপাউবো, রংপুর; জনাব, মোঃ আবু তাহের, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল-২,বাপাউবো, রংপুর; জনাব মোঃ আহসান হাবীব, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল-১, বাপাউবো, রংপুর; জনাব মোঃ একরামূল কবীর, অতিরিক্ত পরিচালক(অর্থ), বাপাউবো, ঢাকা; জনাব অমলেশ চন্দ্র রায়, উপ-প্রধান কৃষিতত্ত্ববিদ, বাপাউবো, রংপুর ও জনাব মোঃ রাফিউল বারী, উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বাপাউবো, ঠাকুরগাঁও ও কৃষক প্রশিক্ষনার্থীগণ।

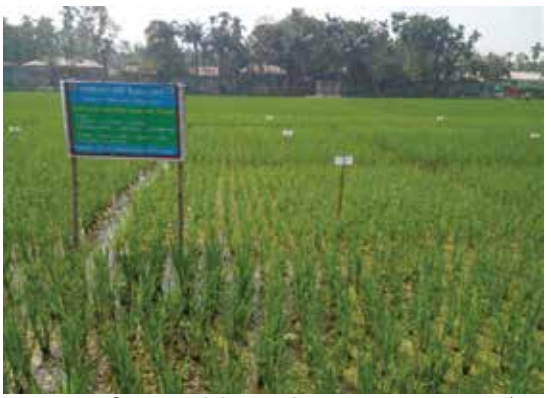

চিত্রঃ মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার, বাপাউবো, রংপুরে ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বোরো ধানের সেচ পরীক্ষা এবং বিভিন্ন আধুনিক বোরো ধানের জাত পর্যবেক্ষণ।

পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

পানি সম্পদ সেক্টরের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ভরযোগ্য পানি বিজ্ঞান উপাত্তের প্রাপ্যতা অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী পানি বিজ্ঞান এর আওতায় ৪টি সার্কেল- ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল, ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর, রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল এবং প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল সমূহের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী পানি বিজ্ঞান নেটওয়ার্কের সাহায্যে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকের অধিককাল পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরসমূহ ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে সারাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত নিম্নবর্ণিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানি বিজ্ঞান উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করেছে।

ক্রমিক	উপাত্তের নাম		স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১.	পানি সমতল (টাইডাল/নন-টাইডাল)		৩৬২ টি	দিনে ৭ বারটাইডাল/দিনে ৫ বারনন-টাইডাল
২.	প্রবাহ পরিমাপ	নন-টাইডাল প্রবাহ	১২৩টি	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
		টাইডাল প্রবাহ	৬টি	পাক্ষিক
		সেমি টাইডাল প্রবাহ	৭টি	শুষ্ক মৌসুম
৩.	ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ		৮৯টি	মাসিক
৪.	লবণাক্ততা	স্থির	১০০টি	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
		গতিশীল	৬৬টি	বছরে একবার

ক্রমিক	উপাত্তের নাম	স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
৫.	পলল/পলিপ্রবাহ	২০টি	সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৬.	বারিপাত	২৭৪টি	দৈনিক
৭.	আবহাওয়া	২টি	দৈনিক
৮.	বাষ্পায়ন	৩৯টি	দৈনিক
৯.	মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন	১৮৪৬	বাৎসরিক/দ্বি-বাৎসরিক/ত্রি-বাৎসরিক/চতুর্থ-বাৎসরিক/পঞ্চম-বাৎসরিক
১০.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১২৭২	বিভিন্ন কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ কূপসমূহসহ
১১.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (প্রতি ঘন্টা)	৯০৫টি	১২৭২ টি কূপের অন্তর্ভূক্ত কূপসমূহসহ
১২.	ভূ-গর্ভস্থ পানির গুনাগুণ	৯২৭টি	
১৩.	এক্যুইফার অনুসন্ধান/পাম্প টেষ্ট	১৬টি	
১৪.	পর্যবেক্ষণ কূপ পূনঃখনন ও উন্নয়ন	১৪টি	
১৫.	অবকাঠামোর নকশা প্রণয়নে ভূ-কারিগরি অনুসন্ধান	১২৪টি (৯৬১৮ ফুট)	

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল

নিয়মিত কার্যক্রমঃ

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও পাবনায় অবস্থিত ৪টি পরিমাপ বিভাগের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞানের সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিভাগ সমূহের আওতায় ১৩টি উপ-বিভাগ এবং ৩৯টি শাখা দপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর পানি সমতল, প্রবাহ পরিমাপ, পলল/পলি নমুনা, পানিতে লবণাক্ততার পরিমান, বারিপাত, বাষ্পায়ন এবং আবহাওয়াতত্ত্ব বিষয়ক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বর্ণিত পরিমাপ বিভাগগুলোর মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রায় ১৪০টি নদীতে ৩৬২টি (হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চলসহ) পানি সমতল গেজ স্টেশন, ৯০টি নদীর ১৩৬টি প্রবাহ পরিমাপ স্টেশনের মাধ্যমে ৩৯১৭টি প্রবাহ পরিমাপ কাজ, ২০টি পলল/পলি নমুনা পরিমাপ স্টেশন, ১৮টি পানির গুণাগুণ পরিমাপ স্টেশন, ২৭৪টি বারিপাত পরিমাপ স্টেশন, ৩৯টি বাষ্পায়ন কাম বারিপাত স্টেশন এবং ২টি আবহাওয়াতত্ত্ব স্টেশনের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

এছাড়া কুমিল্লা ও ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহের ১০০টি স্থির স্টেশনের মাধ্যমে প্রতিমাসে ৪ দিন, দিনে ২ বার পরিমাপ করা হয়। তাছাড়া ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় ৬৬টি পয়েন্টে গতিশীল লবণাক্ততা (বড়দিয়া থেকে খুলনার হিরণ পয়েন্ট পর্যন্ত) জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারী মাসে পরিমাপ করা হয়।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কার্যক্রমঃ

বন্যা মৌসুমে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতাধীন হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চলসহ ১০০টি পানি সমতল স্টেশনে মোট দৈনিক ৫ বারের সংগৃহীত উপাত্ত দিনে ২ বার এবং ৭২টি বারিপাত স্টেশনের ২৪ ঘন্টায় বারিপাতের পরিমাণ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হয়। উক্ত কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব বহন করে বিধায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে সঠিকভাবে বন্যা তথ্য ও উপাত্ত প্রেরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনিটরিং করতে হয়।

উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রমঃ

- ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতাধীন উত্তরাঞ্চলীয় পরিমাপ বিভাগ, বাপাউবো পাবনা এর আওতায় প্রতিবছর শুষ্ক মৌসুমে যৌথ নদী কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী গঙ্গা নদীতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে ৬ মাস ও তিস্তা নদীর ডালিয়াতে ৮ মাস দৈনিক প্রবাহ পরিমাপ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া গঙ্গা নদীর হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ পর্যবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক জানুয়ারি হতে মে মাস পর্যন্ত ৫ মাস যৌথভাবে প্রবাহ পরিমাপ করা হয়।
- ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা ও পাবনা পরিমাপ বিভাগ এর আওতায় যৌথ নদী কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী ৮টি নদীতে সীমান্তবর্তী প্রবেশ মুখে প্রবাহ পরিমাপ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের মাধ্যমে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশী সময় ধরে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে ভূ-গর্ভস্থ পানির অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশব্যাপী ১২৭২টি অগভীর পর্যবেক্ষণ কূপের সমন্বয়ে গড়ে উঠা নেটওয়ার্ক থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা

গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন কারনে সময়ে সময়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া কূপসমূহের পুনঃখননসহ প্রকল্পের আওতায় নতুন পর্যবেক্ষণ কূপ স্থাপন করে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর উন্নয়ন বিবেচনায় ২০১১-২০১২ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর অর্থায়নে উপকূলীয় ১৯টি জেলায় সর্বোচ্চপ্রায় ৩৫০ মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন গভীরতায় ৬৭৪ টি পর্যবেক্ষণ কূপ এবং বোর্ডের Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSRP), কম্পোনেন্ট-বি: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHEWS) প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০১৯ সালে দেশব্যাপী ৬৯টি স্থানে সর্বোচ্চ ৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত Clustered Well (প্রতিটি স্থানে ৪টি করে কূপ) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ৬৯টি স্থানসহ সর্বমোট ২২২২টি কূপের মধ্যে ৯০৫টি পর্যবেক্ষণ কূপে সেন্সর, ডাটা লগার এবং টেলিমেট্রি স্থাপন করতঃ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপাত্ত সংগ্রহের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ৯০৫টি পর্যবেক্ষণ কূপে প্রায় দুই বছর ধরে প্রতি ঘন্টায় ভূ-গর্ভস্থ পানির পানি সমতল ও পানির তাপমাত্রাসহ ৩০০টি কূপে লবনাক্ততা (EC) পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় পানির গুনাগুণ, পানিবাহীস্তরসমূহের (Aquifer) পানি ধারণ ও পরিবাহী গুনাগুণ নির্ণয়ের জন্য Aquifer Pump Test ও Slug Test, ঢাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির অবনমন হ্রাসে পরীক্ষামূলকভাবে পুনর্ভরণ কূপ (Managed Aquifer Recharge well) (১টি) স্থাপনসহ বিভিন্ন সমীক্ষা কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়।

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানির ক্রমবর্ধমান উত্তোলন ও চাহিদার প্রেক্ষিতে পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহারের বিষয়সমূহ বিবেচনা করতঃ পানিসম্পদের সম্পূরক (Conjunctive) উন্নয়নে সমীক্ষা, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ জরুরী। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় দেশব্যাপী স্থাপিত পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পসহ পানীয়, গৃহস্থালী, শিল্প-কারখানা ও কৃষিজ সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির যথাযথ, সম্পূরক ও টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গুরুত্বের সাথে কাজে লাগানো যেতে পারে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্য-উপাত্ত বিশেষ করে পানির গুনাগুণ জাতীয় পর্যায়ে ব্যবহারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং ঢাকা ওয়াসার সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তাবটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বিস্তৃত এবং প্রায় ৩৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বিভিন্ন গভীরতায় স্থাপিত উপরোল্লিখিত ৯০৫টি পর্যবেক্ষণ কূপ হতে ২০২০-২০২১ সনের শুকনো ও বর্ষা মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির নমুনা সংগ্রহ করতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতাধীন ল্যাবরেটরিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির গুনাগুণ নির্ধারনের লক্ষ্যে ২৫টি ভৌত ও রাসায়নিক উপাদানের (আর্সেনিক, লবণাক্ততা সহ) মান নির্ণয় সম্পন্ন হয়েছে, যা সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন গভীরতার ভূ-গর্ভস্থ পানির গুনাগুণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেবে। পানির গুনাগুণ পরীক্ষার জন্য ইতোমধ্যে স্থাপিত ল্যাবরেটরীকে আরও কার্যকরী ও আধুনিক করার লক্ষ্যে BWCSRP, কম্পোনেন্ট-বি: SHEWS প্রকল্পের মাধ্যমে Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS), Ion-Chromatography সহ মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন, সমীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমের পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান বিভাগ ১ ও ২ এর মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন দপ্তরের আওতাধীন গৃহীত হাইড্রোলিক/ইঞ্জিনিয়ারিং অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকা অনুসন্ধান ও ভূ-কারিগরি কার্যক্রম এ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়। ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বোর্ডের বিভিন্ন মাঠ দপ্তর হতে প্রাপ্ত চাহিদাপত্রের বিপরীতে দেশব্যাপী ১২৪টি পয়েন্টে প্রায় ৯,৬১৮ ফুট সাব-সয়েল খনন কাজ সম্পাদন করা হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বহির্ভূত জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিবিধ প্রতিষ্ঠানকেও ডিপোজিট কার্যক্রমের আওতায় এ পরিদপ্তর প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা প্রদান করে থাকে। ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকা অনুসন্ধান ও ভূ-কারিগরি তথা সয়েল টেষ্ট কাজ আরও মানসম্মত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৫০ হতে ২০০ মিটার খনন ক্ষমতা সম্পন্ন ৬টি ড্রিলিং রিগ সংগ্রহ করা হয়েছে।

ছবি ১: (বাম দিক হতে) বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ৯০৫টি অটোমেটেডকৃত পর্যবেক্ষণকূপের ১টি গুচ্ছকূপ; পানির গুনাগুণ পরিমাপের জন্য ল্যাবরেটরীতে স্থাপিত এটমিক এবসরপশন স্পেকট্রোফটোমিটার; বিভিন্ন অবকাঠামোর নকশা প্রনয়ণের লক্ষ্যে ভূ-কারিগরী অনুসন্ধানের জন্য সংগৃহীত ড্রিলিং রিগ।

ছবি ২: ভূ-গর্ভস্থ পানির সংকটাপন্ন এলাকায় তথা ঢাকা মহনগরীতে ভূ-গর্ভস্থ একুইফারে পানির মজুদ (Reserve) বাড়াতে বৃষ্টির পানি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পূনর্ভরনের (Managed Aquifer Recharge) জন্য পরীক্ষামূলকভাবে স্থাপিত 'রিচার্জ ওয়েল'।

রিভার মর্ফলজি এণ্ড রিসার্চ সার্কেল

রিভার মর্ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীনে কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ মরফলজি বিভাগ এবং ঢাকা মরফলজি বিভাগ কর্তৃক দেশব্যাপী বর্তমানে বিদ্যমান মোট ৪০৫টি নদীর মধ্যে প্রধান প্রধান এবং ঢাকার চতুর্দিকের সকল নদীসহ গুরুত্বপূর্ণ ১৬২টি নদীর ১৮৪৬টি ক্রস সেকশনে পর্যায়ক্রমে ব্যাথিমেট্রিক সার্ভে (প্রস্থচ্ছেদ জরীপ) সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১১টি নদী, দুই বছর পর পর ১৫টি নদী, তিন বছর পর পর ৪০টি নদী, চার বছর পর পর ৪৬টি নদী এবং পাঁচ বছর পর পর ৫০টি নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপ করা হয়। নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর ইরোশন/ডিপোজিশন, নদীর ব্যাঙ্ক লাইন শিফটিং ও নদীর থলওয়েগ ও গতিপথ নির্ণয়ক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ সকল জরীপ উপাত্তসমূহ জিওরেফারেন্সিং, ভেলিডেশন, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সংরক্ষণ এবং ডিজাইন, প্ল্যানিং ও রিসার্চ এর চাহিদা মোতাবেক সরবরাহের জন্য প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, ৭২, গ্রীনরোড, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। রিভার মর্ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীন তিনটি বিভাগ কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে মোট ৪২টি নদীর ৫২৫টি প্রস্থচ্ছেদ জরীপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের গৃহীত কার্যক্রম:

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	নদীর সংখ্যা	প্যাকেজ সংখ্যা	ক্রস সেকশনের সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমান (লক্ষ টাকায়)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	**ঢাকা মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো, ঢাকা।**	১৮টি	১১টি	২০৭টি	৪৭.০০	৭২.০৫	২৫.০৬ লক্ষ টাকা বকেয়া।
২	**মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো, কুষ্টিয়া।**	১৪টি	১৬টি	১৫৯	৫৫.০০	৬৪.১৪	৯.১৪ লক্ষ টাকা বকেয়া।
৩	**মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো, ময়মনসিংহ।**	১০টি	১০টি	১৫৯	৭০.০০	৭৬.২০	৬.২০ লক্ষ টাকা বকেয়া।
	সর্বমোট	৪২টি	৩৭টি	৫২৫	১৭২	২১২.৩৯	৪০.৪০ লক্ষ টাকা বকেয়া।

প্রসেসিং এণ্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল

প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেলের অধীনে সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র এবং নির্মান ও যন্ত্রায়ন বিভাগ নামের ৫টি দপ্তর রয়েছে।

অত্র সার্কেল সংযুক্ত ম্যানেজমেন্ট এন্ড সার্ভিসেস ব্রাঞ্চ এর কার্যক্রমঃ

পানি বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তসমূহ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঠিকতা যাচাইকরণসহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিংসার্কেল কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়ঃ

১. Data Base Serverঃ বাপাউবো এর হাইড্রোলজিক্যাল দপ্তরসমূহ কর্তৃক সংগৃহীত সকল তথ্য-উপাত্ত সমূহ তিনটি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ (সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ) হতে প্রক্রিয়াজাত ডাটা এই server এ যথাযথ সংরক্ষন, প্রক্রিয়াকরণ, সঠিকতা যাচাইকরণ সম্পন্ন করা হয়।

২. Application Serverঃ প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, গ্রীন রোড, ঢাকা এর আওতাধীন তিনটি ব্রাঞ্চ (১) সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, (২) রিভার মরফলোজী প্রসেসিং ব্রাঞ্চ এবং (৩) গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ এর পানি বিজ্ঞানের সকল উপাত্ত সমূহ Application Server Software এর মাধ্যমে ম্যানুয়াল ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন করা হয়।

৩. Data Backup Serverঃ Data base server এর সকল তথ্য-উপাত্তসমূহ (ডাটার) Back up রাখা হয়।

৪. Web Server ঃ ব্যহারকারীগণ www.hydrolgogy.bwdb.gov.bd ওয়েবসাইট visit করে পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত উপাত্তসমূহ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা, ডাটার সময় কাল, ডাটার মূল্য ও অন্যান্য বিষয়ে সম্যক ধারনা নিয়ে অনলাইন পদ্ধতিতে ডাটার জন্য আবেদন করতে পারছেন।

৫. অনলাইন পদ্ধতিতে ডাটা ব্যবহারকারীগণ বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো সময়ে আবেদনের মাধ্যমে ১/২ ঘন্টার মধ্যে অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে ডাটা পেয়ে থাকেন।

বিগত ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে পানি বিজ্ঞান সর্ম্পকিত তথ্য-উপাত্তসমূহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা/প্রকল্প, বেসরকারি সংস্থা, দেশী/বিদেশী প্রকল্প, বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান, এনজিও (NGO) সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে (আনুমানিক ২৬০ প্রতিষ্ঠান) ম্যানুয়্যাল এবং অনলাইনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এ সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাপাউবোর ম্যানুয়্যাল পদ্ধতিতে ৮,৪৩,৫১৮/- টাকা এবং অনলাইন পদ্ধতিতে ৬৬,৫৭,৮৯৭/- টাকা সহ সর্বমোট ৭৫,০১,৪১৫/- (পঁচাত্তর লক্ষ এক হাজার চারশত পনেরো) টাকা রাজস্ব আয় হয়।

খ) সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, বাপাউবো, ঢাকা।

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত পানি সমতল (৩৬০টি), প্রবাহ পরিমাপ (১৩৮টি), ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ (১৭৯টি), লবণাক্ততা (১৪০টি), পলি প্রবাহ (৩০টি), বারিপাত (২৭৫টি), আবহাওয়া (২টি) এবং বাষ্পায়ন (৩৯টি) স্টেশন সমূহের ডাটা সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগৃহীত সকল হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্তগুলোর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্ত সমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। এছাড়া ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল হতে ৪টি পরিমাপ বিভাগের মাধ্যমে ১৩৮টি স্টেশনের প্রবাহ পরিমাপ তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যার মধ্যে ৬টি টাইডাল, ৭টি সেমি টাইডাল এবং ১২৫টি ননটাইডাল । সংগৃহীত প্রবাহ পরিমাপ স্টেশনের তথ্য-উপাত্ত সমূহ যাচাই বাছাই পূর্বক ১১৬টি স্টেশনের ২০০৭ সাল হতে ২০২০ পর্যন্ত MDD (Mean Daily Discharge) প্রস্তুতপূর্বক ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত ১১৬টি স্টেশনের মধ্যে ৫৭টি স্টেশনের ২০২১ সাল পর্যন্ত MDD ডাটা আপডেট করা হয়েছে এবং বাকি ৫৯টি স্টেশনের MDD ডাটা আপডেটের কাজ চলমান রয়েছে।

গ) গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, বাপাউবো, ঢাকা।

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বিস্তৃত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১২৭২টি পর্যবেক্ষণ কূপের মধ্যে ৩৬৫টি পর্যবেক্ষণ কূপে অটোমেটিক লগার স্থাপনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল ডাটা সংগ্রহ করা হচ্ছে। অবশিস্ট ৯০৭টি পর্যবেক্ষণ কূপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তসহ ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ (শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে), এক্যুইফার বৈশিষ্ট্য, বোরহোল লিথলজি ডাটা গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রক্রিয়াজাতকরন, বিশ্লেষণ ও ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হয়। এ সকল উপাত্ত সমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে Secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে "Comparison of Maximum and Minimum Ground Water Levels of 63 Districts of Bangladesh Between Year 2000 and 2020" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়, যা বাপাউবোর বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরনসহ ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে।

এছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এ সকল তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে

প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। এ সকল তথ্য বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকল্পের কাজে/দেশের উন্নয়নমূলক কাজে অথবা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করে থাকে এবং দেশী বিদেশী অনেক সংস্থা, গবেষণামূলক কাজে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষামূলক কাজে উক্ত তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার করে থাকে। তদুপরি সংগ্রহকৃত সকল তথ্য/উপাত্ত সমূহ দেশের পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ) রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, বাপাউবো, ঢাকা।

রিভার মরফোলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন (Bathymetric Survey)উপাত্ত এর ডাটা রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগ্রহকৃত উক্ত হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্ত এর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্ত সমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে ৪৯টি নদ-নদীর ৬৬৯টি ক্রস সেকশন এর ডাটা প্রক্রিয়াকরণ করে ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ঙ) নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ, বাপাউবো, ঢাকা।

১। কারেন্ট মিটার ক্যালিব্রেশন ল্যাব কর্তৃক ৩৮টি কারেন্ট মিটার ক্যালিব্রেশন ও সার্ভিসিং।

২। ২টি সিঙ্গেল ড্রাম ম্যানুয়াল উইন্স ও ৭টি বিনক্লে সিল্ট স্যাম্পলার মেরামত।

৩। ৩ মিটার সাইজের ১১০টি পিভিসি ওয়াটার লেভেল স্টাফ গেজ, ১০টি ম্যানুয়াল রেইন গেজ, ৮টি ইভাপোরেশন প্যান ক্রয় এবং সরবরাহ।

৪। ১০টি কারেন্ট মিটার সিগন্যাল কাউন্টার, ১টি এক্সটেনশন বার, ১২টি হ্যান্ড হেল্ড ডেপথ সাউন্ডার, ৫টি হ্যান্ড জিপিএস, ১০টি লেভেলিং স্টাফ, ৬টি ওয়েডিং রড, ৭টি সেডিমেন্ট স্যাম্পলার ক্রয় এবং সরবরাহ।

৫। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বেতার কেন্দ্র সমূহের মেরামত ও বাৎসরিক পিরিয়ডিক রক্ষণাবেক্ষণ।

৬। ডাটা সেন্টারের সার্ভার, ডাটাবেজ, ওয়েবসাইট ইত্যাদি এর বাৎসরিক পিরিয়ডিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং বছরব্যাপী প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়।

৭। বিভিন্ন ক্যাটামারান সার্ভে বোট এবং স্পীড বোট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৮। বিভিন্ন ক্যাটামারান সার্ভে বোট এবং স্পীড বোটের আউটবোর্ড মোটর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।

চ) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) বন্যা বিষয়ক জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিয়োজিত। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে (মে–অক্টোবর) 'বন্যা তথ্য কেন্দ্র' সাপ্তাহিক এবং সকল ছুটির দিনসহ প্রতিদিন খোলা থাকে এবং দেশের অভ্যন্তর ও উজানের বৃষ্টিপাত, নদ-নদী সমূহের পানি সমতল বুলেটিন আকারে প্রকাশসহ গাণিতিক মডেল ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়ন ও প্রচার করে থাকে।

গাণিতিক মডেল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য বন্যা পূর্বাভাস প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক টেলিফোন, ফ্যাক্স, লবি ডিসপ্লে, ই-মেইল, SMS, ভয়েস মেসেজ, বাংলা ও ইংরেজীতে ওয়েব সাইট (www.ffwc.gov.bd), Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতি ব্যবহার করে মোবাইল ফোন (১০৯০ নাম্বারে কল করে ৫ চেপে বিনামূল্যে বাংলায় বন্যা বার্তা শোনা যায়) ইত্যাদির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম, NGO, উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় প্রশাসন ও জেলা-উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইত্যাদি পর্যায়ে নিয়মিত বিতরণ/প্রেরণ করা হয়।

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে ২৯টি প্রধান নদ-নদীর ৫৪টি স্থানে সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক ৫ দিনের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রণয়ন করা হচ্ছে। স্টেশন ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার পাশাপাশি ৫ দিনের বন্যা পূর্বাভাসের পানি সমতল পূর্বাভাস প্রোফাইল নির্ণয়পূর্বক ৪টি গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ এবং সড়কের দৈর্ঘ্য বরাবর স্থাপনা ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থাও সীমিত পরিসরে চালু রয়েছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ওয়েবসাইটের (www.ffwc.gov.bd) হোম পেজ (মানচিত্রে পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশনসমূহ প্রদর্শিত হচ্ছে)

২০০৫-০৭ খ্রিঃ মেয়াদে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা USAID-র সহায়তায় ১৮টি স্থানে গাণিতিক মডেলভিত্তিক ১০ দিনের সম্ভাব্যতামূলক আগাম বন্যা পূর্বাভাস পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় এবং ২০১৪ খ্রিঃ হতে

দুর্যোগ সতর্কীকরণ বিষয়ক আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থা RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় এ পদ্ধতি ৩৮টি স্থানে সম্প্রসারণ করা হয়, যা বর্তমান অবধি একটি মধ্যমেয়াদী বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা হিসেবে সক্রিয় আছে। ১০ দিনের সম্ভাব্যতামূলক আগাম বন্যা পূর্বাভাস ১৫ দিনে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রধান নদ-নদী সমূহের ৩টি পয়েন্টে ১৫ দিনের পানিপ্রবাহ পূর্বাভাস ব্যবস্থা চালু আছে। এছাড়া RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় আগামীতে শুষ্ক মৌসুমে খরা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

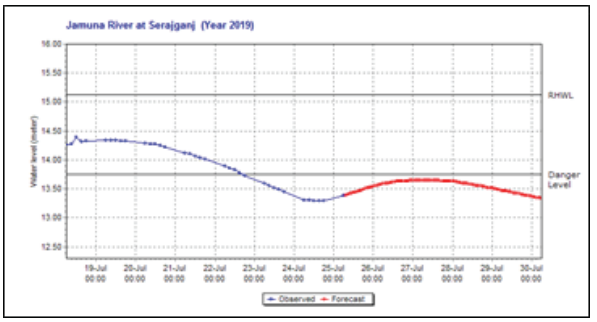

৫ দিনের সুনির্দিষ্ট বন্যা পূর্বাভাসের পানি সমতল লেখচিত্র
স্টেশন: যমুনা নদীর সিরাজগঞ্জ পয়েন্ট

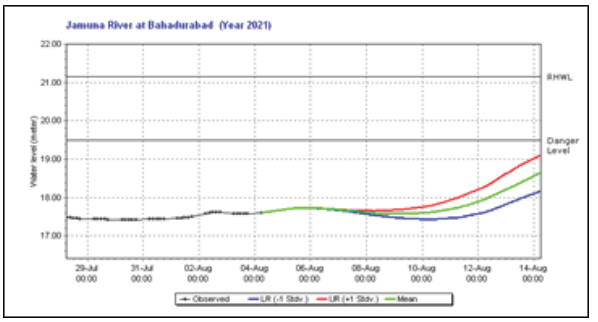

১০ দিনের সম্ভাব্যতামূলক বন্যা পূর্বাভাসের পানি সমতল লেখচিত্র
স্টেশন: যমুনা নদীর বাহাদুরাবাদ পয়েন্ট

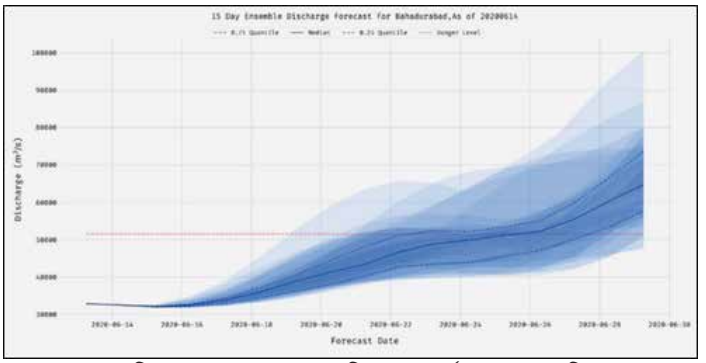

১৫ দিনের সম্ভাব্যতামূলক পানি প্রবাহ পূর্বাভাসের লেখচিত্র
স্টেশন: যমুনা নদীর বাহাদুরাবাদ পয়েন্ট

জুন, ২০১৫ হতে ভয়েস কলের পরিবর্তে মোবাইল ফোনে SMS ভিত্তিক ডিজিটাল তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে গেজ পয়েন্ট হতে গেজ পাঠকগণ নির্দিষ্ট ফরমেটে SMS করে FFWC-তে নিয়মিত তথ্য প্রেরণ করেন এবং বন্যা তথ্য আদান-প্রদানে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ায় ভুল কম হচ্ছে, সময় কম লাগছে, খরচ হ্রাস পেয়েছে এবং সর্বোপরি তথ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাঠ পর্যায় হতে গেজ পাঠক কর্তৃক SMS-এর মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং কম্পিউটারে সংক্রিয়ভাবে উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ সফটওয়্যার

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর অববাহিকায় এপ্রিল-মে মাসের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা IFAD এর অনুদান সহায়তাপুষ্ট স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অধীনে বাস্তবায়নাধীন 'Haor Infrastructure Livelihood Improvement Project (HILIP)' প্রকল্পের 'Climate Adaptation and Livelihood

Protection (CALIP)' component এর আওতায় 'Development of Early Warning System of Flash Flood in the North Eastern Region of Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম জুন, ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীতে ২০২১ সালে বর্ধিত প্রকল্প কর্মসূচীর আওতায় পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস স্টেশনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদ-নদী সমূহের মোট ৪৫টি স্থানে পানি সমতল পর্যবেক্ষণ এবংমোট ৩৭টি স্থানে ৩ দিনের সুনির্দিষ্ট আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে যেটি প্রচারের সুবিধার্থে ১টি পৃথক ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

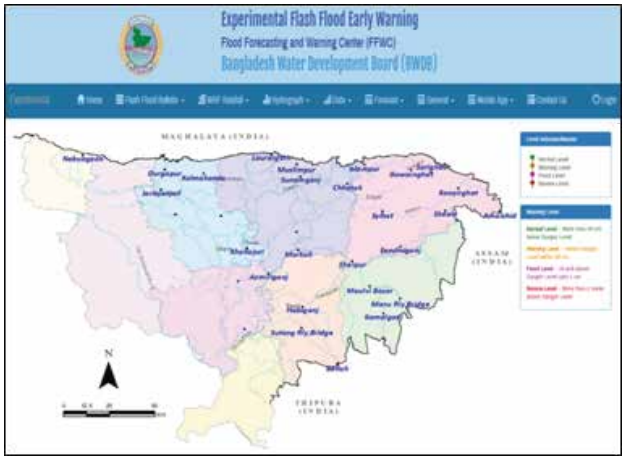

আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার জন্য ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থা (http://geo.iwmbd.com:4003) বা (http://ffwc.bwdb.gov.bd/flashflood)

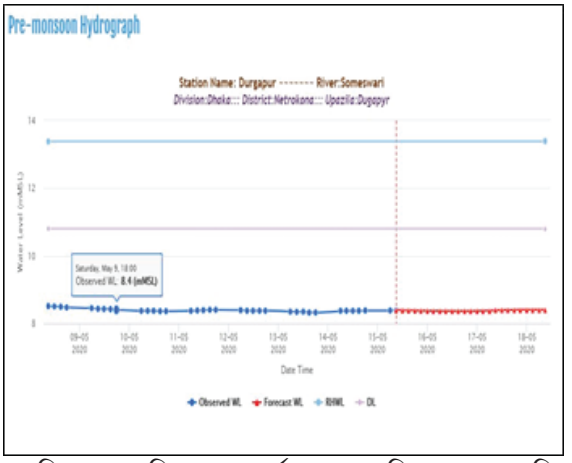

৩ দিনের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাসের পানি সমতল লেখচিত্র স্টেশন: সোমেশ্বরী নদীর দুর্গাপুর পয়েনন্ট

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সরবরাহকৃত তথ্য ও সার্বিক দিক-নির্দেশনায় যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক University of Washington (UW) এ কর্মরত প্রফেসর ডঃ ফয়সাল হোসেনের নেতৃত্বে একটি গবেষণা দল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য একটি আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা তৈরি করেছে, যা ৩ দিনের আগাম আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। উক্ত আগাম পূর্বাভাসটি http://depts.washington.edu/saswe/flashflood ওয়েবসাইটে প্রচার করা হচ্ছে। ২০২০ সালের আকস্মিক বন্যা মৌসুমে ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং বাস্তবিক তথ্যের প্রেক্ষিতে ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের পূর্বাভাসের সঠিকতা যাচাই করা হচ্ছে।

ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের সুবিধা- গাণিতিকভাবে কার্যকর, তুলনামূলক পূর্বাভাস, উজানের তথ্যের উপর নির্ভরশীল নয়, সরল ওয়েবসাইট ইত্যাদি।

চিত্রঃ যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক University of Washington এর আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস ওয়েবসাইট

বন্যা পূর্বাভাস বার্তা তৃণমূল পর্যায়ে সুচারুভাবে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে এপ্রিল, ২০১৮ হতে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ICIMOD এর সহায়তায় অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমভিত্তিক BWDB Flood App নামক একটি মোবাইল অ্যাপ পরিসেবা চালু করা হয়েছে। অ্যাপটি Google Play Store থেকে বিনামূল্যে Download করা যাবে। এটি মূলতঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ওয়েবসাইটের একটি মোবাইল ফোন বান্ধব সংস্করণ যার সাহায্যে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক মোবাইল ফোন গ্রাহক কেবল একটি ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে অতি সহজে বন্যা পূর্বাভাস বার্তা এবং চিত্রসমূহ তাঁর ফোনে পেয়ে যাবেন।

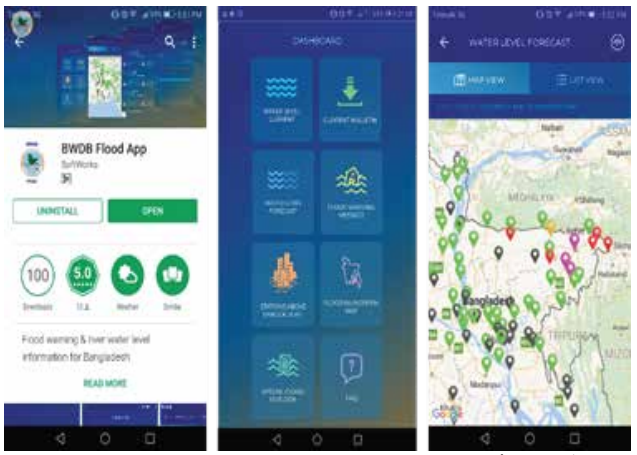

BWDB Flood App এর ডাউনলোড পেজ, ড্যাশবোর্ড এবং স্টেশন মানচিত্র (বাম থেকে ডান)

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের স্টেশনভিত্তিক বন্যা পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস ব্যবস্থাকে নিকটবর্তী সময়ের স্যাটেলাইট উপাত্তের মাধ্যমে নিখুঁততর স্থানভিত্তিক প্লাবন মানচিত্রে রূপ দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা Google এর সাথে এটুআই এর সহযোগীতায় বাপাউবো ডিজিটাল পদ্ধতিতে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা চালু করে। চুক্তির আওতায় Google বাপাউবো'র বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র দপ্তরের নদ-নদীর পানি সমতল তথ্য ও পূর্বাভাসকৃত তথ্য ব্যবহার করে নিজস্ব ওয়েবভিত্তিক মডেল এবং উন্নততর Digital Elevation Map (DEM) এর মাধ্যমে Real time বন্যা প্লাবন মানচিত্র প্রস্তুত করা এবং Google Alert Service এর মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন করছে। বর্তমানে এই ওয়েবভিত্তিক সেবা চলমান আছে এবং বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের ১০৯টি স্টেশন এলাকার আওতাভুক্ত ৫৫টি জেলার ৯৯টি উপজেলার বন্যাপ্রবণ এলাকার জনগণের নিকট স্মার্ট ফোনের "পুশ নোটিফিকেশন" এর মাধ্যমে বন্যার তথ্য ও পূর্বাভাস প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও গুগল ম্যাপ এবং গুগল ফিডে আগাম বন্যা সম্পর্কিত সতর্কতামূলক বার্তা পাওয়া যাচ্ছে এবং গুগল ম্যাপ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্থানের বন্যা সতর্কতার ভিত্তিতে প্লাবনের দৃশ্যপট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ব্যবস্থায় তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর নিকট কেবল সংশ্লিষ্ট স্থানের যথাযথ বন্যা সতর্কবার্তাসহ নিকটস্থ আশ্রয়কেন্দ্রের নাম পৌঁছে যাবে যার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার আরেকটি নতুন মাইলফলক রচিত হবে।

মোবাইলে প্রেরিত পুশ নোটিফিকেশন

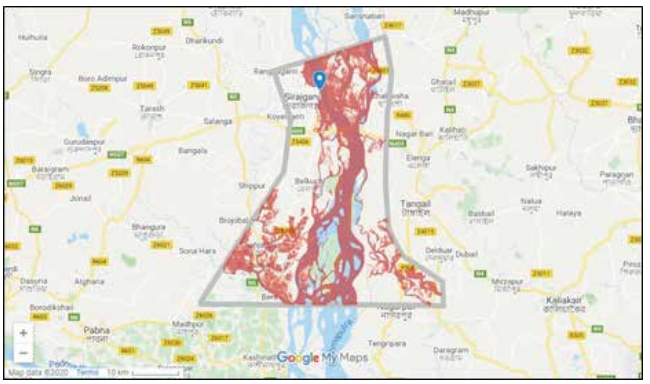

Google কর্তৃক প্রদত্ত সিরাজগঞ্জের প্লাবন মানচিত্র

বর্তমানে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে চলমান "পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ (কম্পোনেন্ট-বি)" প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসার কাজ চলমান রয়েছে। এর ফলে দেশের উপকূলীয় ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য অববাহিকায় বন্যা পূর্বাভাস সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। একই প্রকল্পের আওতায় বন্যা পূর্বাভাস সফটওয়্যার এর আপগ্রেডেশন এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পানি সমতল ও বারিপাত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। এর ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিকবার মডেল চালনা করা সম্ভব হবে।

এছাড়াও নগর অঞ্চলের জনগণের দীর্ঘ চাহিদার প্রেক্ষিতে DANIDA এর অর্থায়নে "Capacity Development for Enhanced Flood Forecasting and Warning Services of Bangladesh" প্রকল্পের আওতায় নগরভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস (ঢাকা শহরেরে জন্য) নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এর ফলে ঢাকা শহরের বিভিন্ন হটস্পট পয়েন্টে বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হবে। একই প্রকল্পের আওতায় অববাহিকা ভিত্তিক বন্যা প্রবাহ পূর্বাভাস নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বন্যা লিড টাইম বৃদ্ধির জন্য ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা-মেঘনা অববাহিকায় বন্যার প্রবাহ পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হবে।

ড্রেজার পরিদপ্তরসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অন্তর্গত অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার দপ্তর, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনা এর অধীনে বর্তমানে মোট ৪১টি {৯টি ২৬" (সচল), ২টি ২০"(সচল), ১৬টি ১৮"(সচল ৮টি, মেরামতাধীন/অচল ৮টি), ১৩টি ১২"(অচল) এবং ১টি ৬"(সচল) ডিসচার্জ পাইপ ডায়া} বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন কাটার সাকশন ড্রেজার রয়েছে এবং ওয়ার্ক বোট ২২টি (সচল), টাগবোট ১৫টি (সচল ৭টি, মেরামতাধীন ৮টি), হাউজবোট ৩২টি (সচল ২১টি, মেরামতাধীন ৩টি, মেরামত অযোগ্য ৮টি) রয়েছে। বর্তমানে ২টি ড্রেজার বেইজ রয়েছে যার একটি নারায়ণগঞ্জ ও অপরটি খুলনায়।

বর্তমানে সচল ও কার্যক্ষম ড্রেজার গুলোর বাৎসরিক ড্রেজিং ক্ষমতা প্রায় ২৪৫.৫০ লক্ষ ঘনমিটার। ড্রেজার দপ্তরসমূহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজিং কাজ ছাড়াও ২০১৭ সালের পূর্বে বিগত বছরগুলোতে বোর্ডের অনুমতিক্রমে অন্যান্য সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করেছে। তবে বর্তমানে বাপাউবোর নদী ড্রেজিং কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান/সংস্থার কাজ করা সম্ভব হয়নি। ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত ড্রেজিং প্রকল্প গুলোর মধ্যে গড়াই নদী ড্রেজিং কুষ্টিয়ায়, জিকে পাম্প হাউজের ইনটেক ক্যানেল ড্রেজিং, ফরিদপুর জেলার মধুমতি উপজেলায় মধুমতি নদীর চর ড্রেজিংকাজ (বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি আব্দুর রউফ এর স্মৃতিসৌধ, বসতবাড়ী রক্ষাকল্পে), নড়াইল জেলার মধুমতি নদীর মল্লিকপুর (২.৫০ কি.মি.) এবং ঘাঘা (২.০ কি.মি.) নামক স্থানে ড্রেজিং কাজ, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার আওতাধীন শিমলা ও পাচঠাকুরী এলাকায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে ডান তীর রক্ষার্থে জরুরী চর অপসারন কাজ ড্রেজার দপ্তর কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে প্রায় ৯৩.৩৪ লক্ষ ঘনমিটার, ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে প্রায় ৯৪.৫৭ লক্ষ ঘনমিটার, ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে প্রায় ১১০.৩৫ লক্ষ ঘন মিটার, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রায় ১০০.৮০ লক্ষ ঘনমিটার এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে প্রায় ৫০.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পাদন হয়েছে।

চলমান ড্রেজিং প্রকল্প গুলোর ড্রেজিং কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডের দিক নির্দেশনা মোতাবেক ড্রেজার এর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ নিয়মিত বিশেষ তদারকিসহ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বাপাউবো'র ড্রেজারদ্বারা ড্রেজিংকৃত মাটির হিসাব বিবরণী

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	নিয়োজিত ড্রেজার সমূহ	২০২২-২৩ অর্থ-বছরের ড্রেজিংকৃত মাটির বিবরনী	
			ড্রেজিংকৃত মাটির পরিমান (লক্ষ ঘঃমিঃ)	মোট দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)
০১।	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	১) সিএসডি বাঙ্গালী-----২৬" ২) সিএসডি তুরাগ------২৬" ৩) সিএসডি পদ্মা--------২৬" ৪) সিএসডি গড়াই------২৬" ৫) সিএসডি মধুমতি-----২৬" ৬) সিএসডি জলঢাকা-২-২৬" ৭) সিএসডি বিশখালী---২০" ৮) সিএসডি নবগঙ্গা-----১৮"	৭৮.৩৫	২১.৭৫
০২।	জিকে ইনটেক ক্যানেল ড্রেজিং প্রকল্প।	১) সিএসডি নবগঙ্গা---- ১৮"	১.৬৬	০.৯০০
০৩।	ফরিদপুর জেলার মধুমতি উপজেলায় মধুমতি নদীর চর ড্রেজিংকাজ (বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি আব্দুর রউফ এর স্মৃতিসৌধ, বসতবাড়ী রক্ষাকল্পে)।	১) সিএসডি আবুধাবী---১৮"	১.৪০	০.৩৫০
০৪।	নড়াইল জেলার মধুমতি নদীর মল্লিকপুর (২.৫০ কি.মি.) এবং ঘাঘা (২.০ কি.মি.) নামক স্থানে ড্রেজিং কাজ। (ড্রেজিং কাজটি ডিপিপিভুক্ত)	১) সিএসডি কাসালং----১৮" ২) সিএসডি ধানসিঁড়ি---২০" ৩) সিএসডি মহানন্দা---১৮"	৬.১০	১.৯
০৫।	সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার আওতাধীন শিমলা ও পাচঠাকুরী এলাকায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে ডান তীর রক্ষার্থে জরুরী চর অপসারন কাজ।	১) সিএসডি রূপসা-----২৬"	৫.৮৩	২.০০
		সর্বমোট=	**৯৩.৩৪ লক্ষ ঘন মিটার**	**২৬.৯ কি.মি.**

যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরের কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক/ বৈদ্যুতিক কাজ সম্পাদন করে দেশের সার্বিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে আসছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর বোর্ডের সকল যান্ত্রিক/বৈদ্যুতিক প্রকৌশল কর্মকান্ডের সহযোগী হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমান সময়ের প্রধান কার্যক্রমঃ

- পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামোগুলোর গেট ও হোয়েস্টিং ডিভাইস তৈরী ও স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাম্প হাউজগুলোর পুনর্বাসন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ইত্যাদি।
- উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে যেসব যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম কেনা হয়, প্রকল্প শেষে সেসব ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়। যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর সেসব যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ করে বাপাউবোর প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করে।

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর এর বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক ৭৬৪টি গেট ও হোয়েস্টিং মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ/প্রতিস্থাপন এর কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর এর বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন খাতে আয়ের বিপরীত র‍্যাক দপ্তরে জমা বাবদ প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী মতে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	খাত	আয় (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১।	যন্ত্রপাতি ভাড়া বাবদ প্রাপ্তি	২৮৭.৫৯	৬৮.৫৭
২।	জলযান ভাড়া বাবদ প্রাপ্তি	১২৯.২৮	
৩।	ফেব্রিকেশন কাজ বাবদ প্রাপ্তি		
৪।	বিবিধ আয় বাবদ প্রাপ্তি	১১৫.৫৩	
	মোট	**৫৩২.৪০**	**৬৮.৫৭**

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরঞ্জামের বিস্তারিত বিবরণী:

ক্রঃ নং	সরঞ্জামের বিবরণ	পরিচালনাকারী বিভাগের নাম	মোট সংখ্যা	সরঞ্জামের বর্তমান অবস্থা	
				সচল	মেরামত যোগ্য
১	এমফিবিয়ান এস্কাভেটর -১০টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	০৪	০২	০২
		স্টোর বিভাগ	০৬	০৫	০১
২	লং বুম এস্কাভেটর-১১টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	১০	০৮	০২
		স্টোর বিভাগ	০১		০১
৩	শর্ট বুম এস্কাভেটর- ১টি	ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	০১	০১	
৪	ক্রেন-১১টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	০৬	০৩	০৩
		স্টোর বিভাগ	০৩		০৩
		ওয়ার্কশপ বিভাগ	০২	০২	
৫	বুলডোজার-১টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	০১		০১
৬	ইলেকট্রিক জেনারেটর- ০১টি ,ওয়েল্ডিং জেনারেটর- ১৩টি	ওয়ার্কশপ বিভাগ	০৮	০৫	০৩
		ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	০১	০১	
		স্টোর বিভাগ	০১		০১
		বগুড়া যান্ত্রিক বিভাগ	১৯	০৪	১৫
৭	রোড রোলার -১টি	ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	০১	০১	
৮	বার্জ (১০০ টন, ২০০ টন, ৩০০ টন)-১২টি	খুলনা যান্ত্রিক বিভাগ	০১		০১
		ওয়ার্কশপ বিভাগ	১১	০৮	০৩
৯	এ্যাংক বার্জ (৫ টন)-২টি	ওয়ার্কশপ বিভাগ	০২		০২
১০	টাগ- ২টি	ওয়ার্কশপ বিভাগ	০২	০১	০১
		মোট	৮০	৪১	৩৯

- এছাড়াও অকেজো সরঞ্জাম রয়েছে যেগুলোর নিলাম কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের সম্পাদিত কার্যক্রম:

দপ্তর/বিভাগের নাম	গেট (নতুন)	হোয়েস্ট (নতুন)	গেট (মেরামত)	হোয়েস্ট(মেরামত)
ওয়ার্কশপ বিভাগ	৮৮	৬৯	৪১	৬
বগুড়া যান্ত্রিক বিভাগ	৪১	৫৫	৫০	২৯
চট্টগ্রাম যান্ত্রিক বিভাগ	৮৫	৩৭	২৫	০
খুলনা যান্ত্রিক বিভাগ	৬০	২৩	৩৩	০
ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	২৭	৬৯	২৬	০
মোট	৩০১	২৫৩	১৭৫	৩৫

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা-সংক্রান্ত কার্যক্রম (১ জুলাই, ২০২২ থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত):

সারণী- ১: দায়েরকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলা সম্পর্কিত তথ্যাদি (১ জুলাই, ২০২২ থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত):

সরকারী সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয় বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ- এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
৫৪	৪৩	২৯৯	৩৯৬	১০৪

সারণী- ২: বাপাউবো তথা সরকারের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা থেকে আর্থিক ও প্রশাসনিক অর্জন সম্পর্কিত তথ্যাদি (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত):

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, ভূমির স্বত্ত্ব এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত প্রতিকার অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
১।	জুলাই ২০২২	০৭	০৭	০০	- বোর্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১টি রিট পিটিশনের রায় পক্ষে হওয়ায় জন্ম তারিখ পরিবর্তনের মাধ্যমে ১জন কর্মচারীর ১০ বছরের বেশি সময়কাল চাকরি করার অপচেষ্টা বাতিল হয়েছে। - একটি দেওয়ানী মোকদ্দমার রায় পক্ষে হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ জেলার দেউলপাড়া মৌজায় সিএস ও এসএ ৭৯০নং দাগের ১০ শতাংশ ভূমির মালিকানাস্বত্ত্ব বোর্ডের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	- বোর্ডের পক্ষে দায়েরকৃত একটি আরবিট্রেশন মোকদ্দমার রায় পক্ষে হওয়ায় রাজবাড়ী পওর বিভাগের আওতাধীন চন্দনা বাড়াশীয়া নদী খনন কাজের ঠিকাদার মেসার্স ইউনিক কন্সট্রাকশন প্রা. লি.- এর অনুকূলে ২,১৫,৯৬,৭৯৫/- (দুই কোটি পনের লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশত পঁচানব্বই) টাকা পরিশোধ হতে পরিত্রাণ পাওয়া গেছে।	-
২।	আগস্ট ২০২২	১৯	১৯	০০	- বোর্ডের কর্তৃক দায়েরকৃত একটি সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল (সিপিএলএ) এর আদেশ অনুযায়ী মেসার্স বারাকা ইঞ্জিনিয়ার্স লি: এর সহিত সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক বাতিলের মাধ্যমে ঠিকাদারের সাইটে অবৈধভাবে কার্যরত ড্রেজার পরিদপ্তরের এস. ডি. ধলেশ্বরী- ১৮" ও এস. ডি কুমার- ১৮" ড্রেজার নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইজে আনয়ন করা হয়েছে এবং ওয়ার্কবোট- আলফা বোর্ডের টাঙ্গাইল সাইটের ধলেশ্বরী নদী খনন কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। - ঠিকাদারের দায়েরকৃত একটি রিট পিটিশন খারিজ হয়ে যাওয়ায় নরসিংদী পওর বিভাগের আওতাধীন চিনাদী বিল পূনঃখননের জন্য "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পূনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণে আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। - একটি দেওয়ানী মোকদ্দমার রায় পক্ষে হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ জেলার দেউলপাড়া মৌজায় সিএস ৭৯০নং দাগের ১০ শতাংশ ভূমি হতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	- ঠিকাদারের দায়েরকৃত পাঁচটি রিট পিটিশন এবং তা থেকে উদ্ভূত পাঁচটি সিভিল মিসসিলেনিয়াস পিটিশন খারিজ হয়ে যাওয়ায় চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি ও ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অংশের স্থায়ী পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ৫টি প্যাকেজের অনুকূলে ইস্যুকৃত মোট ৪,৫২,৮৮,০০০/- (চার কোটি বায়ান্ন লক্ষ আটাশি হাজার) টাকার পারফরমেন্স গ্যারান্টি নগদায়নের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	-

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, ভূমির স্বত্ত্ব এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত প্রতিকার অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
					- একটি দেওয়ানী মোকদ্দমার রায় পক্ষে হওয়ায় ভোলা জেলার চর আইচা মৌজায় এলএ কেস নং-১৬০/৬৬-৬৭ মূলে অধিগ্রহণকৃত ভূমির মধ্যে ৬.১৬ একর নালিশী ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব বোর্ডের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।		
৩।	সেপ্টেম্বর ২০২২	১০	১০	০০	- বোর্ডের কর্তৃক দায়েরকৃত একটি সিপিএলএ এর রায় পক্ষে হওয়ায় ডিএনডি প্রকল্পের আওতাধীন নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ১৪৭নং খোদ্দো ঘোষপাড়া মৌজাস্থিত সিএস- ১২৩নং দাগের ৪২ শতাংশ নালিশী ভূমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত বাধা অপসারিত হওয়ায় উক্ত উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।	- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়েরকৃত ৯টি আরবিট্রেশন মিস মোকদ্দমা খারিজ হয়ে যাওয়ায় কমপক্ষে ২৫,৪৬,৪৮,৭১৫/- (পঁচিশ কোটি ছিচল্লিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সাতশত পনের) টাকা বাদীর অনুকূলে পরিশোধের আইনগত বাধ্য বাধকতা হতে পরিত্রাণ পাওয়া গেছে।	-
৪।	অক্টোবর ২০২২	০৪	০৪	০০	- বোর্ডের কর্তৃক দায়েরকৃত ২টি সিপিএলএ এর রায় অনুযায়ী ১৬(ষোল)টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের দরপত্র কার্যক্রমে অংশগ্রহণে বিরত রাখার বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পত্রের আইনগত বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়েরকৃত একটি আরবিট্রেশন মিস মোকদ্দমা খারিজ হয়ে যাওয়ায় ৯,৩৯,৯৯,৯৭০/২৪ (নয় কোটি উনচল্লিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত সত্তর টাকা চব্বিশ পয়সা) টাকা মূল্যমানের ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	-
৫।	নভেম্বর ২০২২	১১	১০	০১	- বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত দুটি সিপিএলএ এর রায় অনুযায়ী ১৬(ষোল)টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের দরপত্র কার্যক্রমে অংশগ্রহণে বিরত রাখার বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পত্রের আইনগত বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। - দাপ্তরিক নিয়ম-শৃংখলা ভঙ্গের কারণে মো: মঞ্জুরুল আলম খান, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা- এর ওপর আরোপকৃত বিভাগীয় দন্ড বলবৎকরণে আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। - বোর্ডে নিয়োগকৃত কার্য-সহকারীগণের বেতনস্কেল ১৬তম গ্রেডে উন্নীতকরণের আইনগত বাধা অপসারিত হয়ে গিয়েছে। - একটি সিপিএলএ- এর রায় পক্ষে হওয়ায় "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" এর আওতায় চিনাদী বিল পুনঃখনন কাজের টেন্ডার প্যাকেজ নং-নরসিংদী/ডবি উ-১৬/২০২০-২০২১ অনুযায়ী প্রকল্প কাজ বাস্তবায়নে আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। -	- গীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)- এর বাতিলকৃত কার্যাদেশের বিপরীতে পারফরমেন্স গ্যারান্টি হিসেবে জমাকৃত ২২,৩৭,৬৯,৭৩১/- (বাইশ কোটি সাইত্রিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতশত একত্রিশ) টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	-
৬।	ডিসেম্বর ২০২২	০৭	০৫	০২	-	-	-
৭।	জানুয়ারি ২০২৩	০৮	০৪	০৪	- ভূমি ও রাজস্ব শ্রেণিগুচ্ছকে সাধারণ প্রশাসনিক শ্রেণিগুচ্ছে একিভূত করণের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	- চট্টগ্রাম পওর বিভাগ- ২ এর বাতিলকৃত প্যাকেজ নং- CTG-2/SDP-4 এর অনুকূলে জমাকৃত ২,৮৭,৬৬,০০১.৪৭/- (দুই কোটি সাতাশি লক্ষ ছিষট্টি হাজার এক টাকা সাতচল্লিশ পয়সা) টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	-

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, ভূমির স্বত্ত্ব এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত প্রতিকার অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
৮।	ফেব্রুয়ারি ২০২৩	০৫	০৪	০১	-	- বিগত ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরে তিস্তা ব্যারেজের ড্রেজিং কাজের ঠিকাদার এস এম তাজুল ইসলাম- এর অনুকূলে আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত ৫,১১,৬০,৮৯৪/- (পাঁচ কোটি এগার লক্ষ ষাট হাজার আটশত চুরানব্বই) টাকা + ব্যাংকরেটের অতিরিক্ত ২% হারে ৬ বছরের সুদ ঠিকাদারের অনুকূলে পরিশোধের ফৌজদারি দায় হতে বোর্ড তথা সরকার পরিত্রাণ পেয়েছে। - দুটি মামলার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় চাঁদপুর পওর বিভাগের নদী তীর সংরক্ষণ কাজে ২৬,৫১,৩৫৪/- (ছাব্বিশ লক্ষ একান্ন লক্ষ তিনশত চুয়ান্ন) টাকা ঠিকাদারের অনুকূলে পরিশোধের আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে বোর্ড তথা সরকার পরিত্রাণ পেয়েছে।	-
৯।	মার্চ ২০২৩	০২	০১	০১	-	-	-
১০।	এপ্রিল ২০২৩	০৫	০৪	০১	- বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত একটি সিপিএলএ- এর রায় পক্ষে হওয়ায় ডিএনডি প্রকল্পের আওতাধীন নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ১৪৭নং খোদ্দো ঘোষপাড়া মৌজাস্থিত এসএ ১২৩নং দাগের ৫২ শতাংশ নালিশী ভূমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত বাধা অপসারিত হওয়ায় উক্ত উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। - বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত তিনটি সিপিএলএ এর রায় পক্ষে হওয়ায় অহিনি শ্রেণিগুচ্ছের সহকারী পরিচালক- এর ১৫টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে জারিকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি চ্যালেঞ্জ করে দায়েরকৃত ৩টি রিট পিটিশনের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ স্থগিত হয়ে যাওয়ায় নালিশী ৫টি পদসহ সকল পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।	-	-
১১।	মে ২০২৩	১১	০৫	০৬	- দুটি সিভিল আপীল বোর্ডের পক্ষে নিষ্পত্তি হওয়ায় ড্রেজার পরিদপ্তরের ২০ জন এবং যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের ১৭ জনসহ মোট ৩৭ জন অনিয়মিত কর্মচারীকে বোর্ডের স্থায়ী সেটআপভুক্ত পদে আত্মীকরণ/নিয়মিতকরণের আইনগত বাধ্যবাধকতা অপসারিত হয়েছে। - বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত একটি সিপিএলএ- এর রায় নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর উপজেলার হনুমন্থপুর মৌজাস্থিত সিএস ১১১, ১১২ নং দাগের ৬৬.৫১ শতাংশ তপসিলভুক্ত বিরোধীয় ভূমির ওপর নির্মিত ১১ তলা ভবনসহ দুয়ামান অন্যান্য অবকাঠামো অপসারণ ও উচ্ছেদ করা হয়েছে। - একটি দেওয়ানী মোকদ্দমার রায় হতে ফরিদপুর জেলার কাফুরা মৌজায় এলএ কেইস নং-৫৮(৯)/৫৮-৫৯ মূলে অধিগ্রহণকৃত এস.এ দাগ নং-৩৫৯ এর ১৮ শতাংশ নালিশী ভূমিতে বোর্ডের সত্ত্বস্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে।	- নোয়াখালী পওর বিভাগের আওতায় কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার ইউএইচ এটকো (জেভি)- এর কার্যাদেশ বাতিলের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট পিটিশন খারিজ হওয়ায় ১,৬৬,৫০,০০০/- (এক কোটি ছিষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	-

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, ভূমির স্বত্ত্ব এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত প্রতিকার অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
১২।	জুন ২০২৩	১৫	১৪	০১	-	- 'ঢাকা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ প্রকল্প'- এর আওতায় অধিগ্রহণকৃত ভূমির অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের সাথে সম্পৃক্ত ১৪টি আরবিট্রেশন আপীল বোর্ডের পক্ষে নিষ্পত্তি হওয়ায় কমপক্ষে ৭,৩৮,৭৪,৩০৬/- (সাত কোটি আটত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার তিনশত ছয়) টাকা বাদীদের অনুকূলে পরিশোধের আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে বোর্ড তথা সরকার পরিত্রাণ পেয়েছে।	-
মোট:		১০৪	৮৭	১৭	-	-	-

উপরিউক্ত সারণী- ১ থেকে দেখা যায় যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে বোর্ডের সাথে সম্পৃক্ত ৩৯৬টি মামলা সারাদেশের বিভিন্ন আদালতে দায়ের হয় এবং ১০৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। এ অর্থ-বছরে মামলা দায়েরের তুলনায় নিষ্পত্তির হার ২৬.২৬%। অন্যদিকে সারণী- ২ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে নিষ্পত্তিকৃত ১০৪টি মামলার মধ্যে ৮৭টি মামলার রায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে এবং ১৭টি মামলার রায় বিপক্ষে হয়েছে। সুতরাং ৮৩.৬৫% মামলায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে। বোর্ডের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত উক্ত ৮৭টি মামলার মধ্যে ২৭টি মামলার রায় বোর্ডের পক্ষে আনীত হওয়ায় কমপক্ষে ৪০,৩৯,৩২,০৬৪/- (চল্লিশ কোটি ঊনচল্লিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার চৌষট্টি) টাকা বাদীদের অনুকূলে পরিশোধের আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে বোর্ড তথা সরকার পরিত্রাণ পেয়েছে। অন্যদিকে পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত ৮৭টি মামলার মধ্যে ৯টি মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় ৪০,৮৪,৭৩,৭০২/- (চল্লিশ কোটি চুরাশি লক্ষ তিয়াত্তর হাজার সাতশত দুই) টাকা বাদীদের নিকট হতে আদায়করণের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। পাশাপাশি ২৩টি মোকদ্দমার রায় পক্ষে হওয়ার কারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অর্জন, ভূমির স্বত্ত্ব লাভ, দুটি ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির দখল আনয়ন এবং অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত প্রতিকার পেয়ে তাদেরতে উচ্ছেদ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে মামলার রায় বোর্ডের বিপক্ষে হওয়ার কারণে কোনো টাকা কোনো বাদীর অনুকূলে পরিশোধ করতে হয়নি।

জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম

২০২২-২০২৩ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের ৯৭৮.৮২ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২০২১-২২ সালের জের (Carried over)	= ৫৫৭.১২ হেঃ
২০২২-২৩ সালের কার্যক্রম	= ৪২১.৭০ হেঃ
মোট	= ৯৭৮.৮২ হেঃ

(ক) জুন, ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	৯৭৭.৭৯	৯৯.৮৯%
২।	ডিএলএসি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	৬০৫.৫৬	৬১.৮৭%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৫৮২.২৮	৫৯.৪৯%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	২৫২.৪১	২৫.৭৯%
৫।	তহবিল প্রদান	২৭৯.৩৫	২৮.৫৪%
৬।	দখল প্রাপ্ত	২০৪.৫১	২০.৯০%

(খ) জুন, ২০২৩ পর্যন্ত পেণ্ডিং কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	জেলা প্রশাসক	৬৭৪.৩৫	৬৮.৮৯%
২।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৮৩.২৯	৮.৫১%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয়	১৬.৬৭	১.৭০%
	মোট	**৭৭৩.২৮**	

কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল এর কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তার বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের অধিকাংশ তথা প্রায় ৮৫% সরকারি ক্রয়ে ব্যয় করে থাকে। জনসাধারণের অর্থকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এবং নাগরিক কল্যাণ বাড়ানোর জন্য এই ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অত্যাবশ্যক। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং দক্ষতার সাথে সর্বোত্তম আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যে কোনো প্রকল্পের সাফল্য অর্জনের নিমিত্ত সুষ্ঠু ও কার্যকর সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য যোগ্য দরপত্রদাতাদের নির্বাচন অপরিহার্য।

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতীয় নীতি ও কৌশল রয়েছে, যা দীর্ঘদিন ধরে অনুসরণ করে আসছে। পাশাপাশি সরকারি ক্রয় পদ্ধতিতে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনতে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সরকারি ক্রয় Public Procurement Act-2006 (PPA-2006) Public Procurement Rules-2008 (PPR-2008), Electronic Goverenment Procurement Guidelines-2011 এবং Delegation of Financial Power-2016 (DoFP-2016) দ্বারা সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সম-আচরণ এবং Value for Money নিশ্চিত হয়। এক্ষেত্রে Electronic Government Procurement (e-GP) System গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল (সিপিসি), বাপাউবো, ঢাকা মহাপরিচালক, বাপাউবো-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত) এর বিধি বিধানের আলোকে ক্রয়-সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে কাজ করে। এই দপ্তরটি বাপাউবো-তে উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেট নির্বিশেষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রয় সংক্রান্ত দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুতি, দরপত্র আহবান, উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে Focal Point হিসেবে বাপাউবোর দপ্তর সমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে বাপাউবোতে ক্রয় দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সঠিক ক্রয় এবং দক্ষ চুক্তি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল (সিপিসি), বাপাউবো, ঢাকা এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ (পিপিএ-২০০৬), পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ (পিপিআর-২০০৮) এবং বাপাউবো'র আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৬ এর আলোকে বাপাউবো'র ক্রয়কারী দপ্তর সমূহের ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদান করা;
- পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ এবং ই-জিপি গাইডলাইন-২০১১ এর আলোকে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে সরকারি ক্রয়ের বিধি বিধান ও চুক্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এবং ই-জিপি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সমন্বয় করা;
- পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮, ই-জিপি গাইডলাইনস-২০১১ এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক সংশোধিত পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী বোর্ডে ক্রয় পরিকল্পনা/নীতি গ্রহণ ও আইন/বিধি-বিধানের আলোকে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ও ও চুক্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করা।

e-GP কার্যক্রমঃ

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত Additional Financing of Public Procurement Reform Project II (PPRIIAF) প্রকল্পের আওতায় এবং Dohatec পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তায় কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবোতে e-GP Cell ও e-GP Helpdesk স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত e-GP Cell ও e-GP Helpdesk বাপাউবোর Procuring Entity এবং ঠিকাদারগণকে e-Tendering সংক্রান্ত বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এছাড়াও Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) এর আওতায় বাপাউবো একটি PSPSOs হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং e-GP এর মাধ্যমে e-Contract Management System (e-CMS) বাস্তবায়নে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে (বাপাউবো) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছর হতে সকল পওর এবং পানি উন্নয়ন বিভাগে সকল উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) এবং সীমিত দরপত্র (LTM) e-GP পদ্ধতিতে আহবান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে বাপাউবোতে মোট ৩২৩৮টি দরপত্র ই-জিপি সিস্টেমে আহ্বান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৩৮২টি OTM, ৮৪৮টি LTM, ২টি RFQ এবং ৬টি OSTEM পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। নিচের লেখচিত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছর হতে ২০২২-২৩ অর্থ-বছর পর্যন্ত বাপাউবো এর e-GP কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ দেখানো হলোঃ

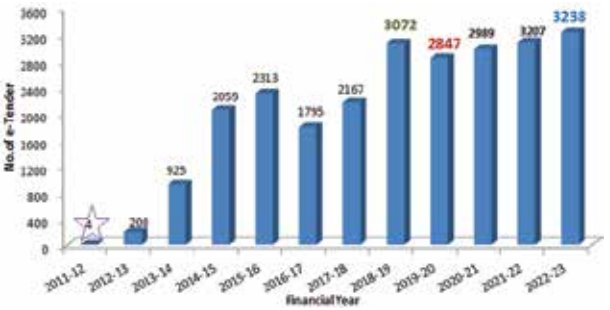

Figure-1: Financial year wise total no. of e-tenders processed in e-GP.

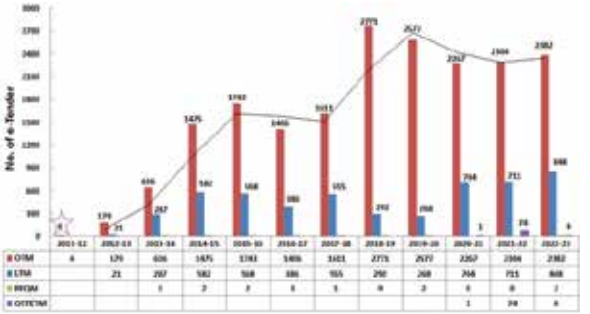

Figure-2: Financial year wise total no. of e-tenders invited in OTM & LTM in e-GP.

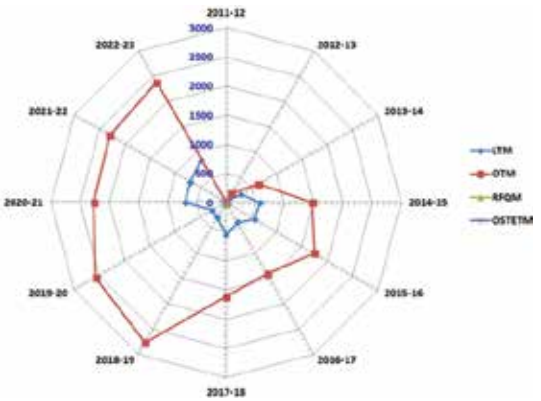

Figure-3: Financial year wise e-tenders invited in different procurement method in e-GP.

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২২ পুরস্কার লাভ

Scheme Information Management System (SIMS) সফটওয়্যার তৈরি ও বাস্তবায়নের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২ লাভ করেছেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় জনাব কবির বিন আনোয়ার এবং তাঁর দল। দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন জনাব ফজলুর রশিদ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনাব মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান, যুগ্ম-সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, জনাব এ.কে.এম. তাহমিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর), দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, খুলনা এবং জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম চৌবে, প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। গত ১২ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনা, এম.পি. এর কাছ থেকে তাঁরা এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

উন্নয়নের মহাসড়কে দ্রুতগতিতে ছুটতে থাকা বাংলাদেশের অর্থনীতির পথে এক বড় বাধা প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি ও ব্যয়ের বৃদ্ধি। চলমান ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে এডিপি বরাদ্দ মোট ২,৪৬,০৬৬ কোটি টাকা। কারণে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি এবং আর্থিক সংশ্লেষ মনিটরিং এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার এক অন্যতম পূর্বশর্ত।

প্রকল্প বাস্তবায়নে দ্রুতগতি আনয়ন এবং জনগণের করের বা বৈদেশিক ঋণের অর্থ ও সময়ের সাশ্রয়ের জন্য চলমান প্রকল্প সমুহের তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিচালনা, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ, ডিপিপির গতিপথ এবং প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য Scheme Information Management System সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। SIMS সফটওয়্যারের প্রধান মডিউলগুলি হলো: প্রকল্প তথ্য এন্ট্রি, প্রজেক্ট মনিটরিং, প্রগ্রেস এন্ট্রি ও মনিটরিং, রিপোর্ট জেনারেশন, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, তথ্য হালনাগাদকরণ ও প্রকল্প ইনভেন্টরি। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান এডিপিভুক্ত ৯৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৪৯টি প্রকল্পের ১৩৫৯টি প্যাকেজের সকল তথ্য এই সফটওয়্যার কর্তৃক ওয়ান স্টপ মনিটরিং এর আওতায় এসেছে।

সফটওয়্যারটি ব্যবহারের ফলে প্রকল্প কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একসাথে চলমান সকল প্রকল্পের তথ্য এক স্থান হতে পাওয়ার ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। এক নজরে সকল প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি যে কোনো সময়ে (Real Time) জানা যাচ্ছে। বিভিন্ন রিপোর্ট তৈরি ও প্রেরণে কাগজের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের Package পর্যায়ের অগ্রগতি তথা নির্দিষ্ট ঠিকাদরের performance পরিবীক্ষণ সম্ভব হচ্ছে। অর্থের অপব্যয় প্রতিরোধ, প্রকল্পের দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার সম্ভব হচ্ছে। কেন্দ্রীয় পর্যায় ছাড়াও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলো থেকে অনলাইনে এডিপিভুক্ত যে কোনো প্রকল্পের সার্বিক অবস্থা মনিটরিং দ্বারা প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও তদারকির মাধ্যমে যথাযথভাবে ও যথাসময়ে প্রকল্প শেষ করে প্রকল্পের বাড়তি ব্যয় ও কালক্ষেপন প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে। SIMS ব্যবহারের মাধ্যমে মাসিক এডিপি সভাগুলো কাগজ বিহীনভাবে পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নকারী অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার ব্যবহারের জন্য সফটওয়্যারটি উন্মুক্ত/রেপ্লিকেট করার সুযোগ রয়েছে।

জবাবদিহিতাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়ার মাধ্যমে এই উদ্যোগটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্য-২.৩, ১২ ও ১৬ অর্জনে এবং সহজে প্রকল্প তথ্য প্রাপ্তি ও ডিজিটাল যোগাযোগের মাধ্যমে জাতীয় আইসিটি নীতিমালা-২০১৮ এর কর্মপরিকল্পনা ১.১.১ ও ৭.২.৩ বাস্তবায়নে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নিজস্ব ডেটা সেন্টারে এটি হোস্টিং করে নিজস্ব দক্ষ জনবল দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ ও নিশ্ছিদ্র সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশব্যাপী বাপাউবোর মাঠপর্যায়ের প্রতিটি দপ্তর এবং প্রকল্প কার্যালয়ে ৩টি ধাপে সরাসরি উপস্থিতিতে ও অনলাইনে মোট ৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় রয়েছে বিদ্যমান অন্যান্য সফটওয়্যারের সাথে ইন্টিগ্রেশন, ডেটা শেয়ারিং, ওয়ান স্টপ মনিটরিং এর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স (AI) প্রযুক্তি ব্যবহার এবং জনগণের জন্য গেস্ট লগইনভিত্তিক জিআইএস ইন্টারফেইসে প্রকল্পের অর্থের সঠিক ব্যবহার ও অগ্রগতির বাস্তব চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে চলমান আইসিটি কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রূপরেখার সুশাসন, স্বচ্ছতা ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে Personnel Management Information System (PMIS). Online Recruitment Management System (ORMS), Online Payment Gateway, Online SMS Gateway System, Biometric Online Attendance System, Online Hydrological Data Sale System, Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS), MODFLOW-Hydro Geo Analytical System, Scheme Information Management System (SIMS), IP Camera based Monitoring System, WMO-Registration & Irrigation Management system, Intercom and IP Phone via soft-switch, Contract Information System, Online Disaster Damage Reporting System বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং Legal Affairs Information Management System, Deposit Work Management System, Lease Management System, One

Stop Service, Water Resources Interactive Experience Centre, O&M Budget Software এর কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাত আরো সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বোর্ডের কর্মকান্ড অধিকতর গতিশীল হয়েছে এবং অনেক সুফল পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য প্রযুক্তি খাত এবং লোকবলকে আরো দক্ষ, গতিশীল ও সমৃদ্ধ করার জন্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আরও অনেক কর্মকান্ড চালু ও পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে পরিকল্পিত ও প্রত্যাশিত সুফল বয়ে আনবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তিসমূহ সম্পর্কে বাপাউবো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবহিত করা হয়েছে এবং এসব প্রযুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

এছাড়াও সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন- প্রশাসন, মানবসম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য আদান-প্রদান, গবেষণা, পরিকল্পনা, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও টেন্ডার প্রকাশ ইত্যাদি কাজে বহুদিন যাবৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। BWCSRP Component-B: SHEWS প্রকল্পের আওতায় ৯০০টি ওয়েদার স্টেশন থেকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত নানা তথ্য বাপাউবো-এর ডেটা সেন্টারে প্রেরিত হচ্ছে এবং সেখান থেকে বিচার বিশ্লেষণের পরে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা সর্বসাধারণের বোধগম্যভাবে বাংলায় ও ইংরেজীতে অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তের জনগণ মোবাইল হতে ১০৯০ নাম্বারে ডায়াল করে প্রতিদিনের ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির পূর্বাভাস শুনতে পারেন। বর্তমান পদ্ধতির সহায়তায় কোনো স্থান বন্যা কবলিত হওয়ার ৩ থেকে ৫ দিন পূর্বে সুনির্দিষ্টভাবে সতর্কবার্তা প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই নয়, স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীদের মোবাইলে পুশ নোটিফিকেশানের মাধ্যমে বাংলা ও ইংরেজিতে সতর্কবার্তা এবং সুরক্ষা পরামর্শ পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে দেশের কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণ বন্যার পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে এবং জান-মাল ও সম্পদ ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

ক্রম	কর্মসূচির নাম	গৃহীত কর্মসূচির বর্ণনা	কর্মসূচির প্রত্যাশিত ফলাফল	মন্তব্য
১।	সারাদেশে বন্যা পূর্বাভাস অনলাইনে প্রদান	হাইড্রোলজিক্যাল ডেটা এন্ট্রি, প্রসেসিং, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, এ্যানালাইসিস, প্রবাহ ক্যালকুলেশন, এমডিডি, Flood Frequency Analysis, রেটিং কার্ভ তৈরী, ডেটা সংরক্ষণ ও ম্যাপ তৈরী।	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সমতল ও বৃষ্টিপাতের উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে ৩৮টি পয়েন্টে ৫ দিনের আগাম সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাস ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অনলাইনে প্রচার করা হচ্ছে।	২০০০-০১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আধুনীকরণকৃত।
২।	Modernization of MoWR Financial Management	Payroll, Bank Reconciliation, Accounts Payable, General Leger, Provident Fund, Pension, Loan and Audit system automation	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট (নগই) ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশের (জেআরসি) হিসাব আধুনিকায়ন এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।	২০০১-০৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
৩।	Electronic Government Procurement (eGP)	CPTU এর সহায়তায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্রয় ও কার্যের দরপত্র অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণ	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে দ্রুত মূল্যায়ন, রিপোর্টিং ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সময় ও অর্থের সাশ্রয়করণ।	২০০৯-১০ অর্থ-বছরে CPTU কর্তৃক শুরু হয় ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত।
৪।	মোবাইল, ইন্টারনেট ও অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা পূর্বাভাস যথাসময়ে জনসাধারণকে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা চালু করা	মোবাইলের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস যথাসময়ে জনসাধারণকে পৌঁছে দেয়া।	বর্তমানে যে কোনো মোবাইল থেকে ১০৯০ নাম্বারে ডায়াল করে প্রতিদিনের ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছাস ও ভূমিকম্পের পূর্বাভাস শুনতে পারবেন।	২০০৯-১০ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত।

ক্রম	কর্মসূচির নাম	গৃহীত কর্মসূচির বর্ণনা	কর্মসূচির প্রত্যাশিত ফলাফল	মন্তব্য
৫।	Online Delivery of latest Flood Forecasting and Warning Information in Bengali	বাংলায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা সর্বসাধারণের বোধগম্যভাবে বাংলায় প্রদান।	সর্বসাধারণ যাতে সহজবোধ্যভাবে প্রতিদিনের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা বুঝতে পারেন, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	২০১০-১১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত।
৬।	Scheme database inventory & Mapping	বাপাউবোর বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট প্রণয়ণের জন্যে এওঝ ভিত্তিক ডেটাবেজ সফটওয়্যার তৈরিকরণ।	GIS ভিত্তিক সফটওয়্যার দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাজেট প্রণয়ন।	২০০৯-২০১৪ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত।
৭।	নদ-নদীর পানির হ্রাস বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও প্রকাশকরণ।	স্বয়ংক্রিয়ভাবে Real Time Hydrological তথ্য উপাত্ত সমুহ (Water level/Rainfall/ Temperature/Wind Speed/Wind direction etc) সংগ্রহ, প্রসেস ও সংরক্ষণ।	৩৬টি স্বয়ংক্রিয় ষ্টেশন প্রতি ১৫ মিনিট পরপর পানির সমতল ও অন্যান্য তথ্য মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় সার্ভারে প্রেরণ করে। উক্ত তথ্য পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কাজে ব্যবহার করা হয়।	৩৬টি স্থানে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে পর্যায়ক্রমে সারাদেশে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
৮।	Online Security Surveillance System	বাপাউবোর দপ্তরসমূহের নিরাপত্তা কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা।	বাপাউবোর দপ্তর সমূহ অবিচ্ছিন্ন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরে বাপাউবোর ওয়াপদা ভবনকে সিস্টেম এর আওতায় আনা হয়েছে।
৯।	Online Attendance Management System	স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাজিরা ও ছুটি-ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা।	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যথাসময়ে অফিসে হাজিরা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এর ফলে দাপ্তরিক নিয়ম শৃংখলা উন্নত হয়েছে।	ঢাকাস্থ বাপাউবোর সকল অফিস এবং ঢাকার বাইরের সকল জোনাল অফিসে চালু করা হয়েছে।
১০।	Online Recruitment Management System	Online Recruitment Management System প্রবর্তন করার ফলে স্বল্প সময়ে প্রার্থী আবেদন দাখিল করতে পারেন। স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিপোর্ট জেনারেট হয়। আবেদন পত্রের সাথে অতিরিক্ত দলিলাদি দাখিলের প্রয়োজন না থাকায় আবেদনকারী দ্রুততম সময়ের মাঝে আবেদন করতে পারেন। আবেদন পত্র হারানোর সম্ভাবনা থাকে না।	Online Recruitment Management System এর ফলে সময়, অর্থ, কার্যক্রমের ধাপ ও জটিলতা কমেছে।	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত।
১১।	Online Payment & SMS Gateway System	বাপাউবোর জনবল নিয়োগের প্রার্থীগণ অনলাইন পদ্ধতিতে আবেদন পত্রের ফি পরিশোধ করতে পারছেন।	Online Payment & SMS Gateway System এর ফলে সময়, অর্থ, কার্যক্রমের ধাপ ও জটিলতা কমেছে।	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত।

ক্রম	কর্মসূচির নাম	গৃহীত কর্মসূচির বর্ণনা	কর্মসূচির প্রত্যাশিত ফলাফল	মন্তব্য
১২।	Development of Smart Project Monitoring and Management Information System (SPMMIS)	বাপাউবোর বাস্তবায়িত, সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পসমূহ মনিটরিং, তথ্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট প্রণয়নের জন্যে ডেটাবেজ সফটওয়্যার তৈরিকরণ।	স্মার্ট সফটওয়্যার দ্বারা বাপাউবোর বাস্তবায়িত চলমান প্রকল্প সমূহ এর কার্যক্রম মনিটরিং, তথ্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাজেট প্রণয়ন।	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত।
১৩।	WMO Registration Management System	পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের জন্যে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়াকরন ও সংগঠন পরিচালনার তথ্য ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সহজলভ্যতা, প্রচার, সময় লাঘব ও দক্ষতা বৃদ্ধি।	পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের জন্যে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়াকরণ ও সংগঠন পরিচালনার তথ্য ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সহজলভ্যতা, প্রচার, সময় লাঘব ও দক্ষতা বৃদ্ধি।	২০২১-২২ অর্থ-বছরে তিস্তা সেচ প্রকল্পের আওতাধীন ডালিয়া (নীলফামারী) এবং মুহুরী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন ফুলগাজী (ফেনী) নামক ২টি স্থানে পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে।
১৪।	Irrigation Management System	জমিতে সেচের পানির সিডিউল, ফসল উৎপাদনের তথ্য, অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সিডিউল ও তথ্য, সেচকর ধার্য ও আদায়ের তথ্য ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সহজলভ্যতা, প্রচার, সময় লাঘব ও দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা।	জমিতে সেচের পানির সিডিউল, ফসল উৎপাদনের তথ্য, অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সিডিউল ও তথ্য, সেচকর ধার্য ও আদায়ের তথ্য ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সহজলভ্যতা, প্রচার, সময় লাঘব ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	২০২১-২২ অর্থ-বছরে তিস্তা সেচ প্রকল্পের আওতাধীন ডালিয়া (নীলফামারী) এবং মুহুরী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন ফুলগাজী (ফেনী) নামক ২টি স্থানে পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে।
১৫।	Central Data Center	বাপাউবোর পানি ভবনে আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন।	কেন্দ্রীয় সার্ভার ব্যবস্থাপনা, স্ট্যান্ডারাইজেশন, ডেটা নিরাপত্তা এবং রিডান্ডেন্সি বৃদ্ধি।	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত। ২০২১-২২ অর্থ-বছরে ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার ওয়াপদা ভবনে বাস্তবায়িত হয়েছে।
১৬।	Implementation of Intercom and IP Phone via soft-switch	বাপাউবোর পানি ভবনে আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।	সফট-সুইচের মাধ্যমে ইন্টারকম ও আইপি-টেলিফোন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সহজে রক্ষণাবেক্ষণ যোগ্য ও নিরাপদ একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত।
১৭।	IP Camera based Monitoring System	আইপি ক্যামেরার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের সরাসরি মনিটরিং নিশ্চিতকরণ এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।	সঠিক মান ও সঠিক সময়ে প্রকল্প সমাপ্তির ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ লক্ষ্যে রিয়াল টাইমে আইপি ক্যামেরা ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ এবং পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।	২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ৫টি স্থানে এবং ২০২১-২২ অর্থ-বছরে আরও ১০টি স্থানে বাস্তবায়িত।
১৮।	Constituency-wise BWDB Activities	বাংলাদেশের ৩৫০টি সংসদীয় আসনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য, জরুরি কাজ, সংসদ সদস্য এবং মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তর এর মাঝে আলোচনা এবং সংসদে আলোচিত প্রশ্নোত্তর বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ।	একটি ওয়েব-ভিত্তিক সফটওয়্যার এবং একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এর সমন্বিত ব্যবস্থা যা বাংলাদেশের ৩৫০টি সংসদীয় আসনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য, জরুরি কাজ, সংসদ সদস্য এবং মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তর এর মাঝে আলোচনা এবং সংসদে আলোচিত প্রশ্নোত্তর বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখছে।	২০২০ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত।

ক্রম	কর্মসূচির নাম	গৃহীত কর্মসূচির বর্ণনা	কর্মসূচির প্রত্যাশিত ফলাফল	মন্তব্য
১৯।	Geographic Information System (GIS) Based Digital Land Information System	জিআইএস ভিত্তিক সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ভূমি-তথ্যের ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।	জমির প্রকৃত অবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া নিশ্চিতকরণ, জবাবদিহিতা ও তথ্যের প্রাপ্তির গতি বৃদ্ধি।	২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
২০।	Contract Information System of BWDB	সফটওয়ারটিতে বাপাউবো'র সমাপ্তকৃত ও চলমান সকল প্যাকেজের চুক্তির বিস্তারিত তথ্য ইনপুট দেয়ার ব্যবস্থা আছে এবং এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশ্লেষিত তথ্য দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে সহজতর করছে।	ঠিকাদারদের সনদ প্রদান ও সনদ যাচাই প্রক্রিয়া সহজে করা যাচ্ছে। খরচ, সময় ও ধাপ কমেছে।	২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত
২১।	ইএফটির মাধ্যমে পেনশন প্রদান	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রচলিত নিয়মে ব্যাংকে উপস্থিত হয়ে পেনশন গ্রহণের পরিবর্তে Electronic Fund Transfer (EFT) এর মাধ্যমে অবসর ভাতা পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	পেনশনভোগীদের সময়, অর্থ, ধাপ সবই হ্রাস পেয়েছে।	২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত
২২।	Online Disaster Damage Reporting System	প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর তথ্য ও উপাত্ত সমূহের রির্পোট প্রণয়নের জন্যে ডেটাবেজ সফটওয়্যার তৈরিকরণ।	স্বল্প সময়ে কেন্দ্রীয়ভাবে দুর্যোগের তথ্য সংগ্রহ।	২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক কার্যক্রম

বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত বিষয়ের মধ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব অন্যতম একটি বিষয়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয় করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিশ্ব অর্থনীতির সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি হয়েছে শিল্প বিপ্লবের ফলে। বর্তমান বিশ্বও টিকে আছে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির ওপর। এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে মোট তিনটি শিল্প বিপ্লব ঘটেছে। এ শিল্প বিপ্লবগুলো বদলে দিয়েছে সারা বিশ্বের গতিপথ ও বিশ্ব অর্থনীতির গতিধারা। আজকের যুগের ডিজিটাল বিপ্লব, যাকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শব্দটির উৎপত্তি ২০১১ সালে, জার্মান সরকারের একটি হাই টেক প্রকল্প থেকে। একে সর্বপ্রথম বৃহৎ পরিসরে তুলে নিয়ে আসেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান ক্লস শোয়াব। প্রযুক্তি নির্ভর এ ডিজিটাল বিপ্লবকেই বলা হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব। বিশ্ব এখন জোর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দিকে। বাংলাদেশও রয়েছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আলোচিত প্রযুক্তিগুলো হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অব থিংস, বকচেইন প্রযুক্তি, থ্রিডি প্রিন্টিং, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, উন্নত মানের জিন পূরযুক্তি, বিগ ডেটা, ন্যানো টেকনলজি, ড্রোন টেকনোলজি, অগমেন্টেড এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, সাইবার সিকিউরিটি, রোবোটিক্স ইত্যাদি। বাংলাদেশে এই বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করতে হলে আগাম ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আইওটি, বকচেইন ও রোবটিক্স ইত্যাদির ব্যবহার করতে দ্রুত কৌশলগত পরিকল্পনা করতে হবে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হতে হবে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, আর এজন্য প্রয়োজন হবে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং ব্যাপক প্রশিক্ষণ।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, ইন্টারনেট ও অন্যান্য প্রযুক্তির মধ্যে অব্যাহত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। প্রতিনিয়ত প্রযুক্তি যন্ত্রগুলো আপডেট করার পাশাপাশি প্রযুক্তির নিরাপত্তা ঝুঁকি আপডেটের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার আওতায় রয়েছে-

- ❖ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি বিষয়ে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম
- ❖ সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সক্ষমতা সৃষ্টি কার্যক্রম, ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতা সৃষ্টি এবং ডিজিটাল অবকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সহযোগিতা বৃদ্ধি মাধ্যমে Cyber Incident Response সাপোর্ট সিস্টেম উন্নয়ন
- ❖ সেচ কার্যক্রম অটোমেশনে গেটগুলিতে সোলার পাওয়ার চালিত আইওটি ডিভাইস ব্যবহার পূর্বক সফটওয়্যারের মাধ্যমে পানির প্রবাহমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ এবং সেচ সুবিধার আওতাধীন এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি।
- ❖ নবায়নযোগ্য শক্তি (Solar Power) ও IOT উবারপব ভিত্তিক সেচ কার্যক্রম পরিচালনা এবং AI ও Big Data ভিত্তিক মনিটরিং ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন
- ❖ উপকূলীয় পোল্ডারব্যবস্থার স্মার্ট অটোমেশন এবং অও, এওঝ ভিত্তিক মনিটরিং
- ❖ দেশের বিভিন্ন পয়েন্টে গেজ রিডিং অটোমেশন
- ❖ পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহে পরিমাণগত তথ্যের পাশাপাশি গুণগত তথ্য সংগ্রহ
- ❖ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি AI, Machine Learning, IOT ব্যবহারের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত, পানি প্রবাহের তথ্যাদি সংগ্রহকরণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন
- ❖ আন্তঃদেশীয় পানি প্রবাহের তথ্যাদি সংগ্রহ এবং ঢল/বন্যা ইত্যাদি হতে আগাম সতর্ককরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- ❖ AI, Machine Learning, IOT ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় পানি প্রবাহের তথ্যাদি সংগ্রহকরণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন
- ❖ Machine Learning এবং Big Data ভিত্তিক One Stop Service Centre তৈরি
- ❖ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি Drone, AI, AR, VR ব্যবহারের মাধ্যমে সার্ভে ওয়ার্কের জিআইএস ভিত্তিক ডিজিটাইজেশন
- ❖ Blockchain ভিত্তিক Disaster Damage Reporting & Information System তৈরি
- ❖ VR & AR Based Interactive Water Resources Experience Centre তৈরি
- ❖ GIS ভিত্তিক Land Lease Management System তৈরি
- ❖ AR ও VR ভিত্তিক Training System তৈরি

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্ম-পরিকল্পনা

কৌশলগত বিষয়বস্তু	করণীয় বিষয়	সেবা/ কার্যক্রমটিতে প্রস্তাবিত 4IR সম্পর্কিত প্রযুক্তির নাম	স্বল্প মেয়াদী (২০২২-২৩)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/ব্যক্তি/পদ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১. চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি বিষয়ে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম	১.১ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও কারিকুলাম তৈরি	চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সংক্রান্ত সকল অগ্রসরমান প্রযুক্তি	স১। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি স২। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তৈরি	ম১। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণসমূহ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা।		১। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর। ৩। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
	১.২ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন	চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সংক্রান্ত সকল অগ্রসরমান প্রযুক্তি	স১। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক পুল তৈরি। স২। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন।	ম১। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ম২। মাঠ পর্যায়ে জোনভিত্তিক চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন।		১। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর। ৩। মাঠ পর্যায়ে বাপাউবো এর সকল জোন অফিস ৪। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।

কৌশলগত বিষয়বস্তু	করণীয় বিষয়	সেবা/ কার্যক্রমটিতে প্রস্তাবিত 4IR সম্পর্কিত প্রযুক্তির নাম	স্বল্প মেয়াদী (২০২২-২৩)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/ব্যক্তি/পদ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২. সেচ কার্যক্রম অটোমেশন	২.১ সেচ কার্যক্রম অটোমেশনে গেটগুলিতে সোলার পাওয়ারচালিত আইওটি ডিভাইস ব্যবহারপূর্বক সফটওয়্যারের মাধ্যমে পানির প্রবাহমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ এবং সেচ সুবিধার আওতাধীন এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি।	আইওটি, এআই	স১। অন্তত ১টি সেচ প্রকল্প এলাকায় গেট অটোমেশনের পাইলটিং করা।	ম১।বাপাউবো এর আওতাধীন সকল সেচ প্রকল্প এলাকায় গেটগুলোর অটোমেশনের ব্যবস্থা করা।	দ১। সেচের আওতায় থাকা ক্ষেতের মাটিতে ময়েশ্চার পরিমাপের ডিভাইস বসানো। সেই তথ্য এবং আগাম বৃষ্টিপাতের তথ্যের সমন্বয়ে সেচের পানি ছাড়ার ব্যবস্থা করা। যেন পানি অপচয় করা বন্ধ হয়। মহামায়াসহ যেখানে পানি রিজার্ভ করা হয় সেখানে প্রয়োজনের বেশি পানি রিজার্ভ না করা। একবারে যেন পানি ছাড়তে না হয়। দ২। সেচের পানি কতোখানি দেওয়া হলো, কতোখানি পানি রিজার্ভ আছে, কতোখানি এরিয়াতে আরও পানি দেওয়া সম্ভব সেটা ঠিক করা।	১। সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালক। ২। প্রধান পানি ব্যবস্থাপনার দপ্তর। ৩। সেচ কার্যক্রমের সাথে জড়িত বাপাউবো-এর সকল যান্ত্রিক দপ্তর। ৪। নক্সা সার্কেল-৩ (যান্ত্রিক) দপ্তর। ৫। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৬। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
৩. উপকূলীয় পোল্ডার অটোমেশন এবং মনিটরিং	৩.১ উপকূলীয় পোল্ডার নাম্বারিং, মনিটরিং	আইওটি	স১। উপকূলীয় অঞ্চলে যেসব পোল্ডার আছে সেসব জোয়ার ও বন্যার পানিতে ভেঙ্গে যায়, এলাকা প্লাবিত হয়। সেসব পোল্ডারকে সিস্টেমিক ওয়েতে নিয়ে আসা, নাম্বারিং করা।	ম১। গুগল ম্যাপে দেখানোর ব্যবস্থা করা পোল্ডারগুলো, কী কী স্ট্রাকচার করা আছে, বর্তমানে কী অবস্থায় আছে, পোল্ডারগুলোর সামনে ফ্লাডিং এরিয়াতে কতোটা পানি আছে সেটা মাপার জন্য আইওটি ডিভাইস বসানো এবং মনিটরিং এর অবস্থা		১। প্রকল্প পরিচালক, CEIP ২। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৩। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
৪. পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাদি একত্রিকরণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন	৪.১ দেশের বিভিন্ন পয়েন্টে গেজ রিডিং অটোমেশন	আইওটি	স১। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেজ রিডিং পদ্ধতির অটোমেশন (২০০টি)।	ম১। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেজ রিডিং পদ্ধতির অটোমেশন (১৫০০টি)।	দ১। বাংলাদেশের সকল গেজ রিডিং পদ্ধতির অটোমেশন। দ২। বাংলাদেশের গ্রাউন্ড ওয়াটার এর রিডিং পদ্ধতির অটোমেশন।	১। প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, পানি বিজ্ঞান। ২। সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালক। ৩। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৪। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
	৪.২ পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহে পরিমাণগত	আইওটি, এআই, বিগডেটা	স১। পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত কী কী গুণগত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ	ম১। বিভিন্ন নদীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিতে কী পরিমাণ বালি পাস		১। প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, পানি বিজ্ঞান।

কৌশলগত বিষয়বস্তু	করণীয় বিষয়	সেবা/ কার্যক্রমটিতে প্রস্তাবিত 4IR সম্পর্কিত প্রযুক্তির নাম	স্বল্প মেয়াদী (২০২২-২৩)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/ব্যক্তি/পদ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	তথ্যের পাশাপাশি গুণগত তথ্য সংগ্রহ		করা উচিত তার শ্রেণিবিন্যাস চূড়ান্তকরণ।	হচ্ছে তা আইওটি ডিভাইস এর মাধ্যমে নির্ণয় করে ড্রেজিং এর পরিকল্পনায় কাজে লাগানো।		২। প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), ড্রেজার। ৩। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৪। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
	৪.৩ পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন	এআই, বিগডেটা		ম১। হাইড্রোলজি-কম্পোনেন্ট বি প্রজেক্ট সহ এমন পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি হতে যে ডেটা পাওয়া যাচ্ছে তা এআই এর মাধ্যমে প্রসেস করে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম বানানো।		১। সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালক। ২। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৩। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
৫. আন্তঃদেশীয় পানিপ্রবাহের তথ্যাদি সংগ্রহ এবং ঢল/বন্যা ইত্যাদি হতে আগাম সতর্ককরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৫.১ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আন্তঃদেশীয় পানি প্রবাহের তথ্যাদি সংগ্রহকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	আইওটি		ম১। তিস্তা ব্যারেজের আপস্ট্রিমে আন্তঃদেশীয় সীমান্তের নিকটে পানির লেভেল এবং গতি পরিমাপের জন্য আইওটি ডিভাইস বসানোর ব্যবস্থা করা যেন ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায়।		১। প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, পানি বিজ্ঞান। ২। প্রধান প্রকৌশলীর (পুর) এর দপ্তর, উত্তরাঞ্চল, রংপুর। ৩। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৪। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
	৫.২ আন্তঃদেশীয় পানি প্রবাহের তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন	এআই, বিগডেটা		ম১। সুনামগঞ্জ তথা হাওর অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের ফলে যে বন্যাটি হয় আন্তর্জাতিক তথ্যভান্ডারের সাথে সমন্বয় করে সেটির তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন		১। প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, পানি বিজ্ঞান। ২। প্রধান প্রকৌশলীর (পুর) এর দপ্তর, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট। ৩। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৪। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
৭. সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম	৭.১ সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সক্ষমতা সৃষ্টি কার্যক্রম	সাইবার সিকিউরিটি	স১। বাপাউবো কর্মকর্তাদের সাইবার ক্রাইম ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক ট্রেইনিং প্রদান।	ম১। সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পারদর্শিতা অর্জনপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	দ১। সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পদসহ পৃথক cell তৈরি।	১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর। ২। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৩। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
	৭.২ ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতা সৃষ্টি	সাইবার সিকিউরিটি	স১। বাপাউবো কর্মকর্তাদের ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতা বিষয়ক			১। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ২। জনসংযোগ পরিদপ্তর।

কৌশলগত বিষয়বস্তু	করণীয় বিষয়	সেবা/ কার্যক্রমটিতে প্রস্তাবিত 4IR সম্পর্কিত প্রযুক্তির নাম	স্বল্প মেয়াদী (২০২২-২৩)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/ব্যক্তি/পদ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			কর্মশালা/প্রচারণা আয়োজন।			৩। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
	৭.৩ ডিজিটাল অবকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সহযোগিতা	সাইবার সিকিউরিটি	স১। ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় আইসিটি ডিভিশন এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ।	ম১। বাপাউবো-এর সকল বিদ্যমান আইটি সিস্টেম অডিট এর ব্যবস্থা গ্রহণ।		১। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ২। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।
৮. সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসুবিধা সম্পন্ন কেন্দ্রীয় মনিটরিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	৮.১ পানি ভবনে সেন্ট্রাল অডিও ভিজ্যুয়াল এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার তৈরি	আইওটি, এআই	স১। বাপাউবো-এর গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, স্থান, অবকাঠামো এই সিস্টেমের আওতায় এনে প্রাথমিক ভাবে সিস্টেম চালু করা।	ম১। বাপাউবো-এর সকল প্রকল্প, স্থান, অবকাঠামো এই সিস্টেমের আওতায় এনে প্রাথমিক ভাবে সিস্টেম চালু করা।		১। প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর। ২। ঢাকা পওর বিভাগ-২। ৩। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর। ৪। ইনোভেশন অফিসার, বাপাউবো।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

১৬ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ এবং ২১ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রসরমান প্রযুক্তি Cyber Security ও Blockchain এর উপর বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।